Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Jaistha 07, 1433 Bangla, May 21, 2026, Thursday, No. 138, 56th year

H I G H L I G H T S

Prime Minister Tarique Rahman has said, his government will start work on Padma Barrage and Teesta Barrage projects as well. (R. Today: 20)

Tarique Rahman has mentioned that every village in Bangladesh will become a center of socio-economic development. (R. Today: 21)

Government has issued new guidelines to involve private initiative in re-excavation of government canals. (BBC: 03)

Unicef has said, it had issued warning to interim government five to six times about shortage of measles vaccines in Bangladesh. (DW: 14)

A delegation from Bangladesh has reached to Kolkata to participate in 90th Joint Committee Meeting of Joint Rivers Commission; the delegation will visit joint flow measurement site at Farakka Barrage. (BBC: 03)

Main accused in rape and killing of a seven-year-old girl in capital's Pallabi has given a confessional statement before court. (BBC: 03)

Myanmar's Arakan Army has captured four Bangladeshi fishermen from Naf River in Teknaf at gunpoint. (R. Tehran: 12)

BJP government in West Bengal has handed over 27 kilometers of land to BSF in first phase for construction of a barbed wire fence along India's border with Bangladesh. (R. Today: 23)

Iran has warned that Middle East war would spread far beyond the region if US and Israel resumed their attacks. (BBC: 11)

Director: 44813046 **Deputy News Controller: 44813048, 44813179** **Assistant News Controller: 44813047, 44813178**

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
জ্যৈষ্ঠ ০৭, বাংলা ১৪৩৩, মে ২১, ২০২৬, বৃহস্পতিবার, নং- ১৩৮, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, শুধু পদ্মা ব্যারেজ নয়, এর পাশাপাশি তিস্তা ব্যারেজেরও কাজ শুরু করবে বিএনপি সরকার। (রে. টুডে: ২০)

দেশপ্রেমের মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে আনসার-ভিডিপির গর্বিত সদস্যদের হাত ধরে বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রাম আর্থসামাজিক উন্নয়নের কেন্দ্রে পরিণত হবে বলে মন্তব্য প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের। (রে. টুডে: ২১)

সরকারি খাল পুনঃখননে ব্যক্তি উদ্যোগকে সম্পৃক্ত করতে নতুন নির্দেশনা জারি করেছে সরকার। (বিবিসি: ০৩)

অন্তবর্তী সরকারকে টিকা সংকটের বিষয়ে সতর্ক করতে পাঁচ থেকে ছয়টি চিঠি দেয়া হয়েছিল বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশে ইউনিসেফের প্রতিনিধি। (ডয়েচে ভেলে: ১৪)

যৌথ নদী কমিশনের ৯০তম যৌথ কমিটি বৈঠকে অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশের একটি প্রতিনিধি দল কলকাতায় পৌঁছেছে; প্রতিনিধি দল ফারাক্কা ব্যারাজে যৌথ প্রবাহ পরিমাপ স্থল পরিদর্শন করবে। (বিবিসি: ০৩)

রাজধানীর পল্লবীতে শিশু ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় করা মামলার প্রধান আসামির আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়ে দায় স্বীকার। (বিবিসি: ০৩)

টেকনাফের নাফ নদী থেকে মাছ ধরার নৌকাসহ চার বাংলাদেশি জেলেকে অস্ত্রের মুখে ধরে নিয়ে গেছে মিয়ানমারের সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মি। (রে. তেহরান: ১২)

বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের জন্য প্রথম দফায় ২৭ কিলোমিটার জমি বিএসএফের কাছে হস্তান্তর করেছে পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি সরকার। (রে. টুডে: ২৩)

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল আবার ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করলে সে যুদ্ধ অঞ্চল ছাড়িয়ে বিস্তৃত হবে বলে ইরানের হুঁশিয়ারি। (বিবিসি: ১১)

বিবিসি

পশ্চিমবঙ্গে ফারাক্কা পরিদর্শনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দল

যৌথ নদী কমিশনের ৯০তম যৌথ কমিটি বৈঠকে অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশের একটি উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি দল আজ কলকাতায় পৌঁছেছে। ছয় সদস্যের এই দলটি ২০ থেকে ২৩ মে'র মধ্যে বৈঠক করবে এবং ফারাক্কা ব্যারাজে যৌথ প্রবাহ পরিমাপ স্থল পরিদর্শন করবে। বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের এই সফরটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, এই বছরের ডিসেম্বরে গঙ্গা চুক্তির মেয়াদ শেষ হতে চলেছে। ভারত-বাংলাদেশ কূটনৈতিক সম্পর্কের বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই চুক্তির নবায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। গত বছর মার্চ মাসে দুই দেশের প্রতিনিধিরা পশ্চিমবঙ্গে বৈঠক করেছিলেন। ভারতের জলসম্পদ মন্ত্রকের একটি সূত্র তখন বিবিসিকে জানিয়েছিলেন, সেটি একটি "বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের রুটিন বৈঠক," কিন্তু গঙ্গা চুক্তি নবায়নের প্রশ্নে সেই আলোচনার "আলাদা গুরুত্বও" ছিল। বাংলাদেশের সরকারের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, যৌথ নদী কমিশনের সদস্য আনোয়ার কাদির এই দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এ ছাড়া নয়াদিল্লি ও কলকাতায় বাংলাদেশের হাইকমিশনের দু-জন কর্মকর্তা আমন্ত্রিত সদস্য হিসেবে প্রতিনিধিদলের সঙ্গে যোগ দেবেন। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ২০.০৫.২০২৬ নারগীস)

'ডিটেক্ট, ডিলিট, ডিপোর্ট': বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে যা বললেন শুভেন্দু অধিকারী

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মন্তব্য করেছেন, যারা ভারতের সীমান্ত পেরিয়ে এসেছেন, কিন্তু নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ-এর) আওতায় পড়েন না, তারা "পুরোপুরি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী"। তিনি বলেন, "তাদের সরাসরি রাজ্য পুলিশ গ্রেফতার করবে, আটক করবে এবং বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের (বিএসএফ-এর) হাতে তুলে দেবে। বিএসএফ বিডিআরের সঙ্গে কথা বলে তাদের ডিপোর্ট করার ব্যবস্থা করবে। অর্থাৎ ডিটেক্ট, ডিলিট এবং ডিপোর্ট।" বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে সেটির পুরোনো নাম- বিজিবি বলেই উল্লেখ করেন মি. অধিকারী। ভারতের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) অনুযায়ী, বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং আফগানিস্তান থেকে যে হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি এবং খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের মানুষ ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের আগে ভারতে এসেছেন, তারা ভারতীয় নাগরিকত্বের আবেদন করতে পারবেন। মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ এই আইনের আওতায় পড়েন না। মি. অধিকারী বুধবার আরো বলেন, "আমাদের রাজ্যে ২২০০ কিলোমিটারের মধ্যে ১৬০০ কিলোমিটার কাঁটাতার রয়েছে। আমাদের সীমান্তে, যে কাঁটাতার সম্পূর্ণ আমরা করতে পারিনি। আমরা বর্তমান সরকার আসার পর দ্রুততার সঙ্গে এই জমি হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শুরু করতে চলেছি। আজকে এর সূচনা লগ্নে আমরা ২৭ কি.মি এলাকাকে সুরক্ষিত করার প্রয়োজনীয় জমি- সরকারি এবং প্রাইভেট জমি যা আমরা ক্রয় করছি এবং তার সম্পূর্ণ অর্থ বিএসএফ এবং ভারত সরকার আমাদের দিচ্ছেন, আমরা সেটা সূচনা করলাম।" "আমি বিশ্বাস করি, পশ্চিমবাংলার দেশপ্রেমিক জনগণ এবং আমাদের অত্যন্ত দক্ষ আধিকারিকরা আগামী কিছুদিনের মধ্যে যতটা জমি আমাদের দেওয়ার দরকার বা আমরা দিতে পারব, যেখানে যেখানে সীমান্ত সুরক্ষার প্রশ্নে কাঁটাতার দেওয়া সম্ভব, আমরা অতি দ্রুততার সঙ্গে তুলে ধরব।"
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২০.০৫.২০২৬ নারগীস)

পল্লবীতে শিশু হত্যাকাণ্ডের প্রধান আসামির দায় স্বীকার

সরকারি বার্তা সংস্থা বাসস জানিয়েছে, রাজধানীর পল্লবীতে শিশু ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় করা মামলার প্রধান আসামি সোহেল রানা দায় স্বীকার করে আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন। আজ বুধবার ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ঘটনার দায় স্বীকার করে স্বেচ্ছায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন তিনি। জবানবন্দি রেকর্ড শেষে তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন আদালত। গতকাল সন্ধ্যায় নারায়ণগঞ্জ থেকে তাকে আটক করা হয়। অপরদিকে সোহেলের স্ত্রী স্বপ্না আক্তারকে আদালতে হাজির করে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা। শুনানি শেষে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আশরাফুল হক তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। এদিকে, আজ মামলার এজাহার গ্রহণ করে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য ১১ জুন দিন ধার্য করেন ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আশরাফুল হক। গতকাল মঙ্গলবার পল্লবী থানার মিল্লাত ক্যাম্প সংলগ্ন রোডের একটি বাসার কক্ষে ওই শিশুকে ধর্ষণের পর ধারালো ছুরি দিয়ে মাথা বিচ্ছিন্ন করে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় আজ পল্লবী থানায় একটি মামলা দায়ের করেন শিশুটির বাবা। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ২০.০৫.২০২৬ নারগীস)

ব্যক্তি উদ্যোগেও সরকারি খাল খনন করা যাবে, জানালো ভূমি মন্ত্রণালয়

সরকারি বার্তা সংস্থা বাসস জানিয়েছে, সরকারি খাল পুনঃখননে ব্যক্তি উদ্যোগকে সম্পৃক্ত করতে নতুন নির্দেশনা জারি করেছে সরকার। এতে বলা হয়েছে, "খেয়াঘাট বা ব্যক্তি উদ্যোগে সরকারি খাল খননের মাধ্যমে খননকৃত মাটি ও বালি অপসারণের সুযোগ দেওয়া হবে। এতে একদিকে খালের নাব্য ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে, অন্যদিকে স্থানীয় উন্নয়ন কাজেও মাটি ও বালির চাহিদা পূরণ হবে"। পরিপত্রে জানানো হয়, সড়ক নির্মাণ, স্কুল-কলেজ স্থাপন, মাঠ ভরাট, বসতভিটা উন্নয়ন ও ইটভাটাসহ বিভিন্ন কাজে বিপুল পরিমাণ মাটি ও বালির প্রয়োজন হয়। এই চাহিদাকে কাজে লাগিয়ে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সরকারি খাল খননে সম্পৃক্ত করা হবে। তবে পুরো কার্যক্রম কঠোর প্রশাসনিক তদারকির

আওতায় পরিচালিত হবে। নতুন নির্দেশনা অনুযায়ী, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিজ ব্যয়ে খাল খনন ও খননকৃত মাটি-বালি অপসারণের জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কাছে আবেদন করতে পারবে। সরকারি নির্দেশনায় আরও বলা হয়েছে, খননকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান খননকৃত মাটি নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার বা বিক্রি করতে পারবে। এ জন্য সরকার, উপজেলা পরিষদ বা অন্য কোনো সংস্থাকে কোনো প্রকার ফি বা মূল্য পরিশোধ করতে হবে না। এতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, অনুমোদিত নকশা বা প্রাক্কলনের বাইরে অতিরিক্ত খনন করা যাবে না। যদি অতিরিক্ত খননের কারণে পার্শ্ববর্তী জমি, স্থাপনা বা সম্পদের ক্ষতি হয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এ ধরনের বিরোধ দেখা দিলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বিষয়টি নিষ্পত্তি করবেন এবং তার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ২০.০৫.২০২৬ আলী আহমেদ)

হজযাত্রীদের সরাসরি সূর্যের আলো এড়িয়ে চলার অনুরোধ

হজযাত্রীদের সরাসরি সূর্যের আলো এড়িয়ে চলার অনুরোধ জানিয়েছে বাংলাদেশের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়। সৌদি হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার আলোকে এ অনুরোধ জানানো হয়েছে বলে সরকারি বার্তা সংস্থা বাসসের খবরে বলা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে হজযাত্রীদের নিরাপত্তায় বেশকিছু প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করা হয়েছে। ছায়ায় বিশ্রাম নেওয়া এবং চলাচলের ক্ষেত্রে পরিবহণ ব্যবহার করার জন্য হজযাত্রীদের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সুরক্ষা ছাড়া দীর্ঘ সময় রোদে থাকা এবং অতিরিক্ত গরমের সময় সরাসরি রোদে হাঁটা থেকে বিরত থাকার অনুরোধ করা হয়েছে। হাঁটা চলার সময় ছাতা বা মাথা ঢাকার ব্যবস্থা রাখা ও ছায়াযুক্ত পথ ব্যবহার করতে বলা হয়েছে। এছাড়া, নিয়মিত পানি পান করার অনুরোধ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এ বছর হজযাত্রীদের সচেতনতায় সৌদি সরকারের সঙ্গে যৌথভাবে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়। বাংলাদেশ থেকে এবার প্রায় ৮০ হাজার মানুষ হজ পালন করতে সৌদি আরবে গেছেন।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২০.০৫.২০২৬ আলী আহমেদ)

বাংলাদেশের চুকনগর গণহত্যা দিবসে যা লিখলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়কালীন ঘটা চুকনগর গণহত্যা নিয়ে পোস্ট করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সামাজিক মাধ্যমে শহিদদের প্রতি একটি শ্রদ্ধাঞ্জলি বার্তা দিয়ে তিনি বলেন, "চুকনগর গণহত্যায় আত্মবলিদানকারী সকল সনাতনী শহিদদের প্রতি আমার বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।" ১৯৭১ সালের ২০ মে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী খুলনার চুকনগরে যে হত্যাকাণ্ড চালায়, সেই দিনটিই চুকনগর গণহত্যা দিবস হিসেবে স্মরণ করে বাংলাদেশ। ওই ঘটনায় নিহত মানুষদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভও নির্মাণ করা হয়। শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, "খুলনার চুকনগরে পাকিস্তানি হানাদাররা বাংলাদেশের মৌলবাদীদের সঙ্গে নিয়ে একযোগে দশ হাজার সনাতনীদের হত্যা করেছিল।" তিনি আরও লেখেন, "পৃথিবীতে একদিনে এতবড় পৈশাচিক গণহত্যা কখনও হয়নি।" প্রসঙ্গত, চুকনগর গণহত্যা নিয়ে ত্রিপুরার প্রাক্তন রাজ্যপাল ও হিন্দুত্ববাদী সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাক্টিভিস্ট বলে পরিচিত তথাগত রায় এই গণহত্যা নিয়ে আগে বলেছিলেন, "জালিয়ানওয়ালাবাগও-এর সামনে ফিকে"।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২০.০৫.২০২৬ আলী আহমেদ)

হামের টিকা নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারকে অন্তত ১০ বার সতর্ক করা হয়েছিল : ইউনিসেফ

ইউনিসেফের বাংলাদেশ প্রতিনিধি রানা ফ্লাওয়ার্স বলেছেন, টিকা সংকট নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারকে বারবার চিঠি দিয়ে সতর্ক করা হয়েছিল এবং ২০২৪ সাল থেকে অন্তত ১০টি মিটিংয়ে সরকারের কর্মকর্তাদের এটি বলা হয়েছিল। দুপুরে ইউনিসেফ কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার টিকা কেনার প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আনায় দেশে সময়মতো টিকা আসেনি। তিনি বলেছেন, ৫-৬টি চিঠি দেওয়ার পাশাপাশি সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় উভয়কেই এই পরিস্থিতির বিষয়ে আগেই অবহিত করা হয়েছিল। 'হামের প্রাদুর্ভাব এবং চলমান পরিস্থিতি মোকাবিলা কার্যক্রম' শীর্ষক এই সংবাদ সম্মেলনে তিনি জানান, চলতি বছরের মে মাস থেকে দেশে পুনরায় হামের রুটিন টিকা আসতে শুরু করেছে এবং পরিস্থিতির উন্নতি হতে শুরু করেছে। রানা ফ্লাওয়ার্স বলেছেন, "দেশে টিকার মজুত নিশ্চিত থাকা জরুরি। উন্মুক্ত টেন্ডার পদ্ধতিতে টিকা সংগ্রহ করতে এক বছরের মতো সময় লেগে যায়। ইউনিসেফের মাধ্যমে দ্রুত টিকা সংগ্রহ করা যায়"। ইউনিসেফের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের আগস্ট থেকে নভেম্বরের মধ্যে বাংলাদেশ ১৭ দশমিক ৮ মিলিয়ন ডোজ হামের টিকা পেয়েছে, যা দেশটির মোট চাহিদার মাত্র এক-তৃতীয়াংশ। বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ৭০ মিলিয়ন ডোজ টিকার প্রয়োজন হয়, কিন্তু পর্যাপ্ত সরবরাহের অভাবে রুটিন টিকাদান কর্মসূচি দীর্ঘ সময় ধরে ব্যাহত হয়েছে। প্রসঙ্গত, দেশে হাম ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ার পর, গত ১৫ মার্চ থেকে এ পর্যন্ত হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৮১ জনে। এর মধ্যে ৭৭ জনের হামে মৃত্যুর বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া গেছে। এছাড়া, এই সময়ের মধ্যে মোট ৫৭ হাজার ৮৫৬ জনের মধ্যে হামের উপসর্গ পাওয়া গেছে। সেই সঙ্গে এই সময়ে মোট ৮ হাজার ৬৭ জনের হাম শনাক্ত হয়েছে।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২০.০৫.২০২৬ আলী আহমেদ)

কক্সবাজারে সেনা কর্মকর্তা হত্যার ঘটনায় চার জনের মৃত্যুদণ্ড, ৯ জনের যাবজ্জীবন

কক্সবাজারের চকরিয়ায় সেনা কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট তানজিম ছারোয়ার নির্জন হত্যা মামলায় চারজনকে মৃত্যুদণ্ড ও ৯ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন কক্সবাজারের আদালত। এছাড়া মামলার রায়ে চারজনকে ১০ বছর করে কারাদণ্ড

এবং পাঁচজনকে খালাস দেওয়া হয়েছে। মামলায় বাদীপক্ষের আইনজীবী তৌহিদুল এহেছান বিবিসি বাংলার কাছে এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন। "আমরা পূর্ণাঙ্গ ন্যায়বিচার পেয়েছি। এটি যুগান্তকারী রায়। যাদের খালাস দেওয়া হয়েছে, তাদের বিষয়ে মামলার রায়ের পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবো," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি। মি. এহেছান জানান, মামলায় মোট ১৮ জন আসামির মধ্যে ছয়জন পলাতক ছিলেন। পলাতকদের মধ্যে একজনের মৃত্যুদণ্ড, একজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং চারজন খালাস পেয়েছে। তিনি জানান, একইসঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরেকটি অস্ত্র মামলারও রায় দিয়েছেন আদালত এবং সেই সেই মামলায় ১৩ জন আসামিকে দুটি পৃথক ধারায় ১৭ বছর করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। ওই মামলায়ও পাঁচজন আসামি খালাস পেয়েছেন। চকরিয়া উপজেলার পূর্ব মাইজপাড়া এলাকায় ২০২৪ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর রাতে ডাকাতি প্রতিরোধ অভিযানে গিয়ে ছুরিকাঘাতে প্রাণ হারিয়েছিলেন সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট তানজিম ছারোয়ার। এ ঘটনায় সেনাবাহিনীর সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার আবদুল্লাহ আল হারুনুর রশিদ বাদী হয়ে ১৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন। পরে চকরিয়া থানার উপ-পরিদর্শক আলমগীর হোসেন বাদী হয়ে একই আসামিদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে আরেকটি মামলা করেন। চার মাস তদন্ত শেষে গত বছরের ১৯ জানুয়ারি ১৮ জনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দেয় পুলিশ। আদালতের রায়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন- জালাল উদ্দিন ওরফে বাবুল, হেলাল উদ্দিন, মোহাম্মদ আরিফ উল্লাহ ও আনোয়ার হাকিম। আর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্তদের মধ্যে আছেন- জিয়াবুল করিম, ইসমাইল হোসেন, নুরুল আমিন, নাছির উদ্দিন ও আব্দুল করিম।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২০.০৫.২০২৬ আলী আহমেদ)

'রাষ্ট্রপতি আমাকে ফোন করে বললেন, ঢাকায় যেন কোনো সৈন্য ঢুকতে না পারে'

ত্রিশ বছর আগে, ১৯৯৬ সালের ২০ মে'র ঘটনা। বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্ট থেকে ভারী অস্ত্র সজ্জিত হয়ে ঢাকার পথে রওয়ানা হয়েছিলেন সেনাবাহিনীর একদল সদস্য। অন্যদিকে তাদের ঠেকাতে ঢাকায় প্রস্তুতি নিতে শুরু করে আরেকদল সেনা সদস্য। বাংলাদেশে তখন জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে নানা ধরনের আলোচনা চলছে। সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্তির পর সেই সরকারের অধীনে তফশিল ঘোষণা হয়ে গেছে; জাতীয় নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক প্রচারণা শুরু হবে একদিন পরেই। ঠিক সেই সময় ১৯৯৬ সালের ২০ মে, হঠাৎই করেই দেশে এক নাটকীয় ঘটনা ঘটতে শুরু করে। তৎকালীন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকায় সৈন্যদের মার্চ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন তৎকালীন সেনাপ্রধান লে. জেনারেল আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম। ঢাকার বাইরের সেনানিবাস থেকে সৈন্য তলব করেছিলেন। অন্যদিকে তৎকালীন রাষ্ট্রপতির অনুগত সেনা কর্মকর্তাদের একটি অংশ সেই চেষ্টা ঠেকাতে নিজেদের সৈন্য সমাবেশ করতে শুরু করেন। ওইদিন বাংলাদেশে একটি সেনা অভ্যুত্থানের মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। পরে সেনাপ্রধানের ওই চেষ্টা ঠেকিয়ে দেওয়া হয়। ১৯৯৬ সালের ২০ মে এই ঘটনা ঘটলেও, পুরো বিষয়টি শুরু হয়েছিল আরো দুইদিন আগে থেকে। এ নিয়ে বাংলাদেশে বেশকিছু বই রচিত হয়েছে। সেখানে এই ঘটনার বিস্তারিত তথ্য এসেছে নানাভাবে। ঘটনার পরপর পরস্পরবিরোধী অবস্থান নিয়েছিল বিএনপি ও আওয়ামী লীগ। ওই ঘটনার মাত্র ২২ দিন পরই অনুষ্ঠিত হয়েছিল বাংলাদেশের সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন।।

ঘটনাটির সূত্রপাত যেভাবে

বাংলাদেশের সাবেক প্রতিরক্ষা সচিব এম. এ. হাকিম 'একটি সামরিক অভ্যুত্থান : ব্যর্থ প্রয়াস' বইয়ে এই ঘটনাটির আদ্যোপান্ত তুলে ধরেছিলেন। সেই বইয়ে তিনি লিখেছেন, ২০ মে'র ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল দু-জন ঊর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানোকে ঘিরে। ১৮ মে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাসের নির্দেশে বগুড়া সেনানিবাসের জিওসি মেজর জেনারেল হেলাল মোর্শেদ খান ও তৎকালীন বিডিআরের উপ-মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার মিরন হামিদুর রহমানকে চাকরি থেকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হয়েছিল। অন্যদিকে, সাবেক সেনা কর্মকর্তা মেজর জেনারেল এম এ মতিন তার আমার দেখা ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থান' ৯৬ বইয়ে লেখেন, হেলাল মোর্শেদ খান ও ব্রিগেডিয়ার মিরনকে সেনাবাহিনী থেকে অপসারণকে ঘিরে তখন রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাসের সাথে তৎকালীন সেনাপ্রধান জেনারেল আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিমের সাথে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। সেখান থেকে ঘটনাটির শুরু। লেখক ও গবেষক মহিউদ্দিন আহমদ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন, "হেলাল মোর্শেদ খান ও ব্রিগেডিয়ার মিরন তখন ছিলেন সেনাপ্রধান জেনারেল নাসিমের খুব ঘনিষ্ঠজন হিসেবে পরিচালিত ছিল। যে কারণে তাকে না জানিয়ে ওই দুইজন সেনা কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানোর সিদ্ধান্তকে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন জেনারেল নাসিম।" সাবেক প্রতিরক্ষা সচিব এম. এ. হাকিম 'একটি সামরিক অভ্যুত্থান : ব্যর্থ প্রয়াস' বইয়ে লেখেন, রাষ্ট্রপতির এই সিদ্ধান্তকে সেনাপ্রধান লে. জেনারেল মি. নাসিম মেনে নিতে পারেননি। তিনি এ আদেশ কার্যকরী না করে, তার অনুগত ঊর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করে রাষ্ট্রপতিকে উৎখাত করার জন্য ষড়যন্ত্র করেন। বইয়ে উল্লেখ করা হয়, ওই ঘটনার পরদিন অর্থাৎ ১৯ মে তৎকালীন সেনাপ্রধান মি. নাসিমের নির্দেশে সেনাবাহিনীর তৎকালীন চারজন সেনা কর্মকর্তা মেজর জেনারেল আব্দুল মতিন, মেজর জেনারেল সুবিদ আলী ভুঁইয়া, ব্রিগেডিয়ার আব্দুর রহিম এবং কর্নেল আব্দুস সালামের বাসার টেলিফোন লাইন কেটে দেওয়া হয়েছিল। এর কারণ হিসেবে বইয়ে উল্লেখ করা হয়, 'এসব কর্মকর্তারা সেনাপ্রধান লে. জেনারেল নাসিমের উচ্চাভিলাষ ও অভ্যুত্থান ষড়যন্ত্রের বিরোধিতা করেছিলেন'।

এই ঘটনাগুলো এমন একটি সময় ঘটেছিল, ঠিক তার আগে ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারির একতরফা নির্বাচন অধিকাংশ বিরোধী দল বর্জন করে। তীব্র আন্দোলনের মুখে তৎকালীন বিএনপি সরকার সংবিধানে সংশোধনী এনে 'নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার' ব্যবস্থা চালু করে এবং সংসদ ভেঙে দেয়। বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত হয় তত্ত্বাবধায়ক। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ওই বছরের ২৭ এপ্রিল সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফশিল ঘোষণা করে। নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয় ১২ জুন। মি. মতিনের 'আমার দেখা ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থান' ৯৬ বইয়ে উল্লেখ করা হয়, রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাসের আদেশে দুইজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানোর প্রতিক্রিয়ায় তৎকালীন সেনাপ্রধান মি. নাসিম রাষ্ট্রপতির অনুগত কয়েকজন সেনা কর্মকর্তাকে তাদের পদ থেকে প্রত্যাহার বা বাহিনীতে সংযুক্তি করার নির্দেশ দেন। বইটিতে আরো উল্লেখ করা হয়, এসব সিদ্ধান্তকে ঘিরে সেনাবাহিনীর মধ্যে এই অস্থিরতা তৈরি হলে রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাস, প্রধান উপদেষ্টা হাবিবুর রহমানকে সম্পূর্ণ বিষয়ে অবহিত করে সেনাপ্রধানকে তার কর্মকাণ্ড থেকে নির্বৃত্ত করার অনুরোধ জানান। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান সেই চেষ্টা করেও বিফল হন।

সেনাবাহিনীকে ঢাকায় মার্চ করার নির্দেশ

এমন অস্থির অবস্থার মধ্যেই ২০ মে রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাসের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের অংশ হিসেবে প্রতিটি ডিভিশনে যোগাযোগ করেন সেনাপ্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল নাসিম। সেই সঙ্গে প্রতিটি ডিভিশন থেকে এক ব্রিগেড সৈন্য ঢাকায় প্রেরণের আদেশ দেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ তার আদেশ মেনে প্রস্তুতি নিচ্ছিল। 'একটি সামরিক অভ্যুত্থান : ব্যর্থ প্রয়াস' বইয়ে এম. এ. হাকিম লেখেন, '২০ মে ১৯৯৬ সেনাপ্রধান লে. জেনারেল নাসিম ময়মনসিংহ, বগুড়া ও যশোর-এর এরিয়া কমান্ডার যথাক্রমে মেজর জেনারেল আইন উদ্দিন, মেজর জেনারেল হেলাল মোর্শেদ খান, মেজর জেনারেল সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহীমকে এক বিগ্রেড গ্রুপ করে সেনাদল এক একজন ব্রিগেডিয়ারের নেতৃত্বে ঢাকায় পাঠানোর নির্দেশ দেন ও মুভ অর্ডার জারি করেন'। মে. জেনারেল এম এ মতিন তার বইয়ে লেখেন, 'তিনি (সেনাপ্রধান নাসিম) তিনি এই একই আদেশ মেজর জেনারেল ইমাম-উজ-জামানের অধীনস্থ সাভারের নবম ডিভিশনকেও দিয়েছিলেন। বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদ থেকে জানা যাচ্ছিল যে, সেনাপ্রধানের উদ্দেশ্যে ছিল রেডিও এবং টেলিভিশন দখল করা এবং বঙ্গভবন ঘেরাও করে প্রেসিডেন্ট আব্দুর রহমান বিশ্বাসকে গ্রেফতার করা'। সেনাপ্রধানের নির্দেশ পাওয়ার পর, ময়মনসিংহ সেনানিবাস থেকে ব্রিগেডিয়ার জিল্লুর রহমানের নেতৃত্বে একটি ব্রিগেড গ্রুপ সেনাদল এবং বগুড়া সেনানিবাস থেকে ব্রিগেডিয়ার শফি মাহবুবের নেতৃত্বে একটি ব্রিগেড গ্রুপ সেনাদল ঢাকা অভিমুখে যাত্রা করে। আর যশোর সেনানিবাস থেকে একটি ব্রিগেড গ্রুপ প্রস্তুত করা হয়েছিল, কিন্তু যাত্রা করার সময় পায়নি বলেও এম এ হাকিম তার বইয়ে লিখেছেন। তখন যশোর সেনানিবাসের জিওসি সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহীম সেনাপ্রধান নাসিমের খুব অনুগত হিসেবে পরিচিত ছিলেন। সেই সময়ে কী হয়েছিল, তা নিয়ে বিবিসি বাংলা কথা বলেছে মি. ইব্রাহীমের সাথেও।

বিবিসি বাংলাকে মি. ইব্রাহীম বলেন, "জেনারেল নাসিম যে পদক্ষেপগুলো নিয়েছিল, সেগুলো ছিল পক্ষপাতদুষ্ট। আমি জেনারেল নাসিমের আইনানুগ হুকুমের অধীনে ছিলাম। কিন্তু আমার অন্তর তার হুকুম মানার পক্ষে ছিল না। তাই সেদিন যশোর সেনানিবাস থেকে কোনো সৈনিক ক্যান্টনমেন্ট সীমানার বাইরে আমি পাঠাই নাই।" ওই সেনা অভ্যুত্থান চেষ্টা নিয়ে লেখক ও গবেষক মহিউদ্দিন আহমদ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন, "তখন এক ধরনের গুঞ্জন ছিল, অভ্যুত্থান প্রচেষ্টাটি ছিল আওয়ামী লীগের পক্ষে এবং বিএনপির বিরুদ্ধে।"

প্রচেষ্টা প্রতিহত করা হয়েছিল যেভাবে

সাবেক সচিব এম এ হাকিম তার বইয়ে উল্লেখ করেন, 'সাভারের নবম পদাতিক ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল ইমামুজ্জামান ও কুমিল্লার ৩৩ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল আনোয়ার হোসেন সেনাপ্রধানের রাষ্ট্রদ্রোহীতামুলক অভ্যুত্থান প্রচেষ্টায় অংশ না নিয়ে রাষ্ট্রপতির ডাকে সাড়া দিয়ে ষড়যন্ত্রকারীদের প্রতিহত করার জন্য এগিয়ে আসেন'। সেই সেনা অভ্যুত্থান চেষ্টা নিয়ে যে-সব বই পুস্তক রয়েছে, তার বেশিরভাগেই সেদিনের সাভারের নবম পদাতিক ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল ইমামুজ্জামানের ভূমিকার কথা গুরুত্ব দিয়ে উল্লেখ করেছেন। নবম পদাতিক ডিভিশনের তৎকালীন জিওসি মেজর জেনারেল ইমামুজ্জামানের সাথেও এ নিয়ে কথা বলেছে বিবিসি বাংলা। তিনি সেই ২০ মে'র সেনা অভ্যুত্থান চেষ্টার বেশ কিছু বিষয় তুলে ধরেন। তিনি বলেছিলেন, "একদিকে সেনাপ্রধান যখন তাকে ঢাকায় অস্ত্রসহ মার্চ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, ঠিক তখন রাষ্ট্রপতি তাকে বলেছিলেন, তা প্রতিহতের। রাষ্ট্রপতি আমাকে ফোন করে বললেন, ঢাকায় যেন কোনো সৈন্য ঢুকতে না পারে।" মি. ইমামুজ্জামান বিবিসি বাংলাকে বলেন, "২০ মে তারিখে সেনাপ্রধান অর্ডার দিলেন, সব ক্যান্টনমেন্ট সৈন্য ঢাকায় সমাবেশ করতে। সেনাপ্রধানের অর্ডারের প্রেক্ষাপটে প্রেসিডেন্ট আব্দুর রহমান বিশ্বাস আমাকে ফোন করে বললেন, ঢাকাতে সমাবেশ করবা না। এছাড়া ঢাকা অভিমুখে বাইরে থেকে যে-সব সৈন্যরা আসে, তাদেরকে প্রতিরোধ করো। তাদেরকে প্রতিরোধ করে রাখলাম।" 'একটি সামরিক অভ্যুত্থান : ব্যর্থ প্রয়াস' বইয়ে বলা হয়েছে, সাভার সেনানিবাস থেকে এক ব্রিগেড সেনাদল ময়মনসিংহ থেকে আগত ব্রিগেড গ্রুপকে ঢাকার অদূরে শ্রীপুরে বাধা প্রদান করার জন্য অবস্থান গ্রহণ করে এবং অন্য এক ব্রিগেড বগুড়া

থেকে আগত বিদ্রোহী গ্রুপকে বাধা প্রদানের জন্য আরিচাঘাটে অবস্থান গ্রহণ করে। বগুড়া থেকে আসা সেনাদল ঠেকাতে পদ্মা নদীতে চলাচলরত সব ফেরি আরিচা ঘাটে এনে জড়ো করে রাখা হয়। এছাড়া, কুমিল্লা সেনানিবাস থেকে আগত একটি ব্রিগেড ঢাকা আর্মি স্টেডিয়াম ও মাওয়া ঘাটে অবস্থান নেয়। সাভার থেকে ১০টি ট্যাংক ও একদল সেনা বঙ্গভবন সুরক্ষার জন্য এবং ১০টি ট্যাংক এবং একদল সেনা ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট কর্ডন করে রাখে।

রাষ্ট্রপতির গার্ড রেজিমেন্টের সেনাদল ও সাভারের সৈনিকগণ রেডিও এবং টিভি স্টেশন বিদ্রোহী সেনাপ্রধানের সেনাদলের দখল থেকে রক্ষা করার জন্য ঘেরাও করে রাখে। এসব অবস্থান ও কর্ডনের কাজ বিকেল পাঁচটার মধ্যে সম্পন্ন করে রাখা হয়েছিল বলেও উল্লেখ করা হয় মি. হাকিমের বইয়ে। সেনাবাহিনীর একটি অংশের ঢাকামুখী মার্চ, আরেকটি অংশের তা প্রতিহতের চেষ্টার এসব খবর পরবর্তী দুইদিন দেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হয়। ২২ মে দৈনিক জনকণ্ঠের খবরে বলা হয়, ময়মনসিংহ ক্যান্টনমেন্ট থেকে ৬৫টি লরি ও অস্ত্রসহ ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিল বিপুলসংখ্যক সৈন্য। তারা ২০ মে রাত পর্যন্ত গাজীপুরের শ্রীপুর থানার তুলা উন্নয়ন বোর্ডের পার্শ্ববর্তী এলাকায় অবস্থান করার পর, ওইদিন গভীর রাতে আবার ময়মনসিংহ ফিরে যায়। একইভাবে দেশের অন্য জায়গাগুলো থেকে সেনাবাহিনীর টিমগুলোকে ঢোকার প্রচেষ্টাও ঠেকিয়ে দেওয়া হয়। একই দিন মানিকগঞ্জ সংবাদদাতার বরাত দিয়ে দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকায় বলা হয়, ঘাটে সেনাবাহিনী সতর্ক অবস্থান নিয়েছে। ঘাটের পাঁচটি পন্টুনে ভারী মেশিনগান ও মর্টার স্থাপন করা হয়েছে। আরিচা ঘাটের উজানে জাফরগঞ্জ এবং ভাটিতে কাশাদহ পর্যন্ত দীর্ঘ ৭ কি. মি. নদীর পাড়ে একই ধরনের অস্ত্র স্থাপন করে সেনাবাহিনী অবস্থান নিয়েছে। জানা গেছে, আরিচা ও নগরবাড়ী ঘাটের মধ্যবর্তী যমুনা নদীর কয়েকটি চরেও সেনা সদস্যদের দেখা গেছে। ঘাট এলাকায় সেনাবাহিনী টহল দিচ্ছে। লেখক ও গবেষক মহিউদ্দিন আহমদ বিবিসি বাংলাকে বলেন, "নবম পদাতিক ডিভিশনের জিওসি ইমামুজ্জামানের নির্দেশে যখন এভাবে ট্যাংকগুলো মুভ করছিল, তখন জেনারেল নাসিম মনে করেছিল, এটা তাদের পক্ষে। কিন্তু ইমামুজ্জামান মুভ করেছিলেন তাদেরকে প্রতিহত করতে।"

থমথমে ঢাকা, সেনাপ্রধানকে অবসর

সেনাবাহিনীর একটি অংশ সেনাপ্রধানের নির্দেশে ঢাকায় ঢোকার চেষ্টা করেছে, আরেকটি পক্ষ সতর্ক অবস্থা নিয়ে তাদের প্রতিহত করলেও, দেশের কোথাও কোনো ধরনের গোলাগুলি বা সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেনি। 'একটি সামরিক অভ্যুত্থান : ব্যর্থ প্রয়াস' বইয়ে উল্লেখ করা হয়, 'ঢাকার রাস্তায় সাড়ে পাঁচটার দিকে ট্যাংকের চলাচল ঢাকাবাসী অবলোকন করেছে। ঢাকার রাস্তায়-ঘাট ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল এবং দোকান-পাট বন্ধ করা হয়েছিল। লোকজন আতঙ্কে যার যার ঘরে অবস্থান করছিলেন'। এর আগেই রাষ্ট্রপতির বাসভবন তথা বঙ্গভবন, রেডিও টেলিভিশন অফিসসহ ঢাকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিপুল পরিমাণ সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়। বিকেল সাড়ে ৫টায় রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাস রেডিও এবং টেলিভিশনে ভাষণ দেন। এর আগেই দুপুরের দিকে রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাস সেনাপ্রধান আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিমকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। নবম পদাতিক ডিভিশনের তৎকালীন জিওসি মেজর জেনারেল ইমামুজ্জামান বলেন, "বেলা ৩টার দিকে রাষ্ট্রপতি সিদ্ধান্ত নিলেন, জেনারেল নাসিমকে বরখাস্ত করে জেনারেল মাহবুবকে সেনাপ্রধান বানাবেন। সে সময়ে প্রতিরক্ষা সচিব বহিষ্কারাদেশ ও নতুন সেনাবাহিনীর নিয়োগ রেডিও-টেলিভিশনে ঘোষণা করে দিলেন।" সেই সময়ের প্রতিরক্ষা সচিব এম এ হাকিম তার বইয়ে লেখেন, 'বিকেল সাড়ে পাঁচটায় রাষ্ট্রপতির ভাষণ টেলিভিশনে প্রচার হওয়ার পর আমি বঙ্গভবন ত্যাগ করে কোনো এক অজ্ঞাত স্থানে চলে যাই। ভয় করছিল এ জন্য যে, রাষ্ট্রপতির অনুগত সেনা গ্রুপগুলোকে পরাস্ত করে বিদ্রোহী সেনাপ্রধানের অনুগত বাহিনী ঢাকায় ঢুকে না পড়ে'।

তিনি উল্লেখ করেন, রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্ত ও ভাষণের পর লে. জেনারেল নাসিমের সমর্থক সেনা কর্মকর্তারা একে একে সরে যেতে শুরু করেন এবং তিনি সেনাসদরে একা কার্যত বন্দি হয়ে পড়েন। সেখানে থাকা অবস্থায়ই ওইদিন বিবিসি বাংলাকে টেলিফোনে সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন লে. জেনারেল নাসিম। সেখানে তাকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানোর সিদ্ধান্তকে 'অবৈধ আদেশ' বলে দাবি করেন। মি. নাসিম তখন বিবিসি বাংলাকে বলেছিলেন, "আমাকে রিটায়ার করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আমি তো সেনাবাহিনী প্রধান। সেই রিটায়ারটা তো ইলিগ্যাল অর্ডার। কারণ রিটায়ারমেন্ট করতে হলে তার একটা নিয়ম আছে। কিন্তু এক্ষেত্রে কোনো নিয়ম-কানুন অনুসরণ করা হয় নাই।" রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাস তার জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে বলেছিলেন, জেনারেল নাসিম আদেশ পালন না করে ঔদ্ধত্যের পরিচয় দিয়েছেন। সেই ভাষণে রাষ্ট্রপতি বলেছিলেন, সেনাবাহিনীর আইন ও সংশ্লিষ্ট বিধি অনুসরণ করে দুই শীর্ষস্থানীয় সেনা কর্মকর্তাকে চাকরি থেকে তার এই আচরণকে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হিসেবে গণ্য করা হয়। একই দিন জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান। সেই ভাষণে তিনি বলেন, রাষ্ট্রপতি স্বীয় বিবেচনায়, নিজ সিদ্ধান্তে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। তিনি সবাইকে শান্ত থাকার জন্য আহ্বান জানান।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২০.০৫.২০২৬ আলী আহমেদ)

'আবার যদি গোলাগুলি শুরু হয়, ভয়ে কেউ সীমান্তের কাছে ক্ষেত-খামারেও যাচ্ছে না'

"আমরা এখনো ভয়ে ভয়ে আছি, যদি আবার গোলাগুলি শুরু হয়ে যায়। এই ভয়ে সীমান্তের কাছে কেউ ক্ষেত-খামারেও যাচ্ছে না," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার সোনারহাট সীমান্ত এলাকার বাসিন্দা হেলাল উদ্দীন। ওই সীমান্তে গত সোমবার বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সঙ্গে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) পাল্টাপাল্টি গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। আকস্মিক এ ঘটনায় কেউ হতাহত না হলেও, নিরাপত্তা নিয়ে এলাকাবাসীর মধ্যে বাড়তি উদ্বেগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। গুলির ঘটনার পর সোনারহাট সীমান্তে থমথমে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি মোকাবিলায় সেখানে সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে বিজিবি। সেইসঙ্গে, নজরদারি জোরদার করতে টহল টিমের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন বাহিনীর কর্মকর্তারা। এদিকে, পরিস্থিতি শান্ত রাখা ও সীমান্ত এলাকার বাসিন্দাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য পুলিশসহ স্থানীয় প্রশাসন কাজ করছে বলে জানিয়েছে গোয়াইনঘাট উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা রতন কুমার অধিকারী। "গোলাগুলির ঘটনার পর ওই এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে যে ধরনের উদ্বেগ বা ভয়ের কথা জানা যাচ্ছে, সেটা যেন না থাকে এবং তারা যেন স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপন করতে পারেন, সে লক্ষ্যে পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে আমরা কাজ করে যাচ্ছি," বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. অধিকারী। গত একমাসে বাংলাদেশ ও ভারত সীমান্তের বিভিন্ন জায়গায় একাধিকবার গুলির ঘটনা ঘটেছে। গত সপ্তাহে, ১৪ মে রাতে লালমনিরহাটে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে একজন বাংলাদেশি নাগরিক নিহত হন। এর আগে, গত ৮ মে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা উপজেলায় সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে দুইজন বাংলাদেশি নাগরিকের মৃত্যু হয়। "এত কম সময়ের ব্যবধানে এতগুলো গুলি ও মৃত্যুর ঘটনা খুবই উদ্বেগজনক," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন মানবাধিকারকর্মী নূর খান লিটন।

কী ঘটেছিল সিলেট সীমান্তে?

গোয়াইনঘাট উপজেলার সোনারহাট সীমান্তে গোলাগুলির ঘটনাটি ঘটেছিল গত সোমবার। বিজিবি জানিয়েছে, ওইদিন বিকেলে ভারত সীমান্ত থেকে আকস্মিকভাবেই গুলি ছুড়তে শুরু করে বিএসএফ। "বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) তাৎক্ষণিকভাবে কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়ে পাল্টা গুলিবর্ষণ করেছে," এক বিবৃতিতে বলেছেন সিলেটের ৪৮ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফট্যানেন্ট কর্নেল মো. নাজমুল হক। এ ঘটনায় কেউ হতাহত না হলেও গোটা এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বিজিবি দাবি করেছে, তারা তাৎক্ষণিকভাবে দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়ায় দ্রুতই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। "বর্তমানে সীমান্ত পরিস্থিতি শান্ত ও স্থিতিশীল রয়েছে," বলেন লেফট্যানেন্ট কর্নেল হক। গুলির ঘটনার পর ওই সীমান্তে টহল ও নজরদারি জোরদার করেছে বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী। "বিজিবি সীমান্তে যে-কোনো উসকানিমূলক ও অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে এবং দেশের সার্বভৌমত্ব ও সীমান্ত নিরাপত্তা রক্ষায় সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব ও দৃঢ়তার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে," বিবৃতিতে বলেন ৪৮ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক। সেইসঙ্গে, বাসিন্দাদের কেউ যেন অবৈধভাবে সীমান্ত পারাপার এবং বেআইনি কোনো কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত না হয়, সেজন্য স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়ে জনসচেতনতা বাড়ানোর চেষ্টা চালানো হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন কর্মকর্তারা। এদিকে, সোনারহাট সীমান্তে হঠাৎ করে গুলি ছোঁড়ার ঘটনাটির বিষয়ে বিএসএফের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জানানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিজিবি কর্মকর্তারা। তবে বিষয়টি নিয়ে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর পক্ষ থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেছে কি-না, সেটা জানানো হয়নি।

উদ্বিগ্ন এলাকাবাসী

বাংলাদেশ ও ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে গোলাগুলির ঘটনার পর একদিন পার হলেও, এখনো স্বাভাবিক হয়নি সীমান্ত এলাকার পরিস্থিতি। "চারিদিকে থমথমে ভাব। বিজিবি বলেছে, আপাতত সীমানার কাছে না যাইতে," বলেন সোনারহাট সীমান্ত এলাকার বাসিন্দা মি. উদ্দীন। সেজন্য কৃষক ও শ্রমিকরা সীমান্তের কাছাকাছি এলাকায় কোনো কাজে যেতে পারছেন না বলে জানা যাচ্ছে। "কে কাজ করতে যাবে? জানের মায়া তো সবারই আছে," বলেন মি. উদ্দীন। বস্তুত, ভারতীয় সীমান্তের কাছে যে-সব বাংলাদেশি নাগরিকদের বসবাস, গুলিতে প্রাণহানির ঘটনা তাদের কাছে মোটেও নতুন কিছু নয়। প্রতিবছরই বিএসএফের গুলি ও নির্যাতনে অসংখ্য বাংলাদেশি নাগরিক প্রাণ হারান। মানবাধিকার সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) হিসেবে, ২০২৫ সালে ভারতীয় সীমান্তের হাতে অন্তত ৩৪ বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে ২৪ জনের মৃত্যু হয়েছে বিএসএফের গুলিতে, বাকিরা মারা গেছেন শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়ে।

একই সময়ে, কমপক্ষে ৩৮ জন বাংলাদেশি নাগরিক গুলিবিদ্ধ বা শারীরিকভাবে আহত হয়েছেন বলেও আসকের বার্ষিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। দেশি-বিদেশি বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা সীমান্তের এসব হত্যা বন্ধে ভারত সরকারের প্রতি বিভিন্ন সময় আহ্বান জানিয়েছেন। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকেই এ নিয়ে দফায় দফায় ভারতের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে। বিএনপি সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর গত এপ্রিলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমান এবং প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির যখন ভারতে গিয়েছিলেন, সেসময়ও এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছিল বলে জানান কর্মকর্তারা। প্রতিবারই ভারত সীমান্ত হত্যা বন্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও, বাস্তবে সেটার প্রতিফলন দেখা যায়নি। "বরং সাম্প্রতিক সময় সীমান্ত হত্যার সঙ্গে একাধিক পুশইনের ঘটনাও ঘটতে দেখা গেছে," বলছিলেন মানবাধিকারকর্মী মি. লিটন।

সীমান্তে উত্তেজনা বাড়ছে?

সীমান্ত হত্যা নিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের টানাপড়েন দীর্ঘদিনের। এটার সঙ্গে সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে বিএসএফ কর্তৃক জোরপূর্বক বাংলাদেশ সীমান্তে মানুষ ঢুকিয়ে দেওয়ার ঘটনা, যা 'পুশইন' নামে পরিচিত। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা নিজেই গত জানুয়ারিতে জানিয়েছেন যে, গত বছর ভারতে বসবাসকারী প্রায় দুই হাজার ব্যক্তিকে তারা বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সে রাজ্যের বিদেশি ট্রাইব্যুনাল কাউকে বিদেশি বলে চিহ্নিত করার এক সপ্তাহের মধ্যেই তাকে 'পুশ-ব্যাক' করা হবে বলেও জানান তিনি। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতার পালাবাদল ঘটেছে। সেখানে বিজেপি সরকারের নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ক্ষমতা নিয়েই ঘোষণা দিয়েছেন, বাংলাদেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের যতটুকু সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নেই, সেখানে নতুন করে বেড়া দেওয়া হবে। এ লক্ষ্যে দেড় মাসের মধ্য বিএসএফকে জমি হস্তান্তরের সিদ্ধান্তও নিয়েছেন তিনি। সেইসঙ্গে, বিজেপি সরকার সীমান্তে কুমির ও সাপ ছাড়ার পরিকল্পনাও করছে বলেও জানা যাচ্ছে। এছাড়া, পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচনের আগে বিতর্কিত এসআইআর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সেখানকার ভোটার তালিকা থেকে যে ৯১ লাখ মানুষের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে, তাদের প্রায় সবাই বাংলাদেশি বলে দাবি করে আসছে বিজেপি'র সংসদ সদস্যরা।

"ফলে একটা আশঙ্কা রয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গের নতুন সরকার ওই বিপুলসংখ্যক মানুষকে আসামের মতো একই প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ সীমান্তে পুশইন করার চেষ্টা চালাতে পারে," বলেন নূর খান লিটন। এদিকে, বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় বসার পর সীমান্তে একের পর এক হত্যার ঘটনা ঘটছে। আসকের হিসেবে, গত জানুয়ারি মাস থেকে এখন পর্যন্ত বিএসএফের গুলিতে কমপক্ষে সাতজন বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন। "এর মধ্যে তিনজনকেই গুলি করে হত্যা করা হয়েছে গত দেড় সপ্তাহে, পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচনের পর," বলেন মানবাধিকারকর্মী মি. লিটন। সরকারের উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে সম্প্রতি আলোচনা হওয়ার পরও সীমান্তে গোলাগুলি ও মৃত্যুর ঘটনা না থামায় বাংলাদেশে উদ্বেগ বাড়ছে। "ভারতের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা চালানোর পরও যেহেতু সীমান্ত হত্যা থামছে না, সেজন্য এখন বাংলাদেশ সরকারের উচিত, এই সমস্যা সমাধানে জাতিসংঘের সহযোগিতা চাওয়া," বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. লিটন। বিষয়টি নিয়ে স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করেও কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন যে, সীমান্ত হত্যাসহ অন্যান্য সমস্যার সমাধানে ভারতের সঙ্গে আলোচনা অব্যাহত রেখেছে সরকার। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ২০.০৫.২০২৬ নারগীস)

ঢাকার শাহ আলী মাজারে হামলার পেছনে কী কী কারণ জানা যাচ্ছে?

ঢাকার মিরপুরে শাহ আলী মাজারে সাম্প্রতিক হামলার ঘটনা ঘিরে আলোচনা-সমালোচনা চলছে। হঠাৎ করেই রাজধানীতে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী এই স্থাপনায় কেন হামলা চালানো হলো, এ নিয়ে নানা প্রশ্নও সামনে আসছে। শাহ আলী মাজারে হামলার কারণ কী কেবলই ধর্মীয় মতাদর্শগত, নাকি এর পেছনে মাজার কেন্দ্রিক অর্থ এবং দখলের রাজনীতিও রয়েছে? প্রতিদিন হাজারো মানুষ আসেন ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত হযরত শাহ্ আলী বাগদাদীর মাজারে। কিন্তু ১৪ মে রাতে হঠাৎই বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একাধিক ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে, মাজারে ওরস চলাকালে একদল ব্যক্তি লাঠি হাতে মাজার এলাকায় থাকা ব্যক্তিদের মারধর করছেন। যাদের হাত থেকে বাঁচতে ছোটাছুটি করছেন অনেকে। বিবিসি এসব ভিডিও স্বাধীনভাবে যাচাই করতে পারেনি। তবে একজন প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য মতে, মাস্ক পরা একদল ব্যক্তি লাঠি ও দেশীয় অস্ত্র নিয়ে মাজারে হামলা চালায়। ওই রাতে মাজারের পূর্ব পাশে মাদুর বিছিয়ে বসা নারী ও পুরুষদের ওপর প্রথম চড়াও হয় তারা। মাদকবিরোধী অভিযানের দোহাই দিয়ে গত বৃহস্পতিবার রাত ১১টার দিকে লাঠিসোঁটা হাতে একদল ব্যক্তি তাদের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়, মাজারের মূল স্থাপনায়ও ভাঙচুরের চেষ্টা করে তারা- বলছিলেন তিনি। "কমবয়সি ২০ থেকে ৩০ জন, সাথে বয়স্করাও ছিল- লাঠি হাতে মাজারের সীমানায় ঢুকে যারে পাইছে তারেই মারছে। এক পর্যায়ে তারা মূল মাজারেও হামলার চেষ্টা করে," বিবিসি বাংলাকে বলেন এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী তৌহিদুল ইসলাম।

ঘটনার পর থেকেই হামলার কারণ হিসেবে ধর্মীয় ভিন্নমত দমন, রাজনৈতিক আধিপত্য, মাদকবিরোধী অভিযান এবং মাজারকেন্দ্রিক অর্থ দখলে নেওয়ার চেষ্টাসহ নানা বিষয় সামনে আসছে। এই ঘটনার জন্য জামায়াতে ইসলামীর নেতা-কর্মীদের দায়ী করছেন মাজারের ভক্তরা। হামলার ঘটনায় দায়ের হওয়া মামলার এজাহারে রাজনৈতিক দলটির সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। এছাড়া এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে এখন পর্যন্ত যে পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে, তাদের মধ্যে জামায়াতের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত একাধিক ব্যক্তি রয়েছে বলেও নিশ্চিত হয়েছে পুলিশ। "মাজারে হামলার এই ঘটনায় টাকা-পয়সা, ভিন্নমত দমন এবং মাদক ব্যবসাসহ নানা কারণ একসাথে যুক্ত হয়েছে। প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানে কাজ চলছে," বলে বিবিসি বাংলাকে জানান পুলিশের মিরপুর বিভাগের উপকমিশনার মো. মোস্তাক সরকার। যদিও এটিকে পরিকল্পিত 'অপপ্রচার' বলেই দাবি করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। এই হামলার ঘটনায় দলীয় কোনো সম্পৃক্ততা নেই বলেই দাবি দলটির।

ভিন্ন মত দমনের চেষ্টা

বাংলাদেশে ধর্মীয় ভিন্নমতের বিষয়টি সামনে এনে মাজারে হামলার অভিযোগ নতুন নয়। অতীতেও দেশের বিভিন্ন স্থানে অনেক মাজারে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। মিরপুরের শাহ আলী মাজারে হামলার পর থেকেই দেশে

ভিন্নমত বা ধর্মের অনুসারীদের স্বাধীনতার বিষয়টি নতুন করে আবারও সামনে এসেছে। মাজারে হামলার প্রতিবাদ জানিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে কর্মসূচি পালন করেছে বিভিন্ন সংগঠন। হামলাকারীদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে অনেক মানবাধিকার সংগঠনও। মিরপুরের শাহ আলী মাজারে হামলার চেষ্টা অতীতেও হয়েছে বলে দাবি মাজার সংশ্লিষ্টদের অনেকের। তাদের দাবি, অনেকদিন ধরেই ধর্মীয় উগ্রবাদী একটি গোষ্ঠী মাজারের নানা কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা চালিয়ে আসছে। তারা বলছেন, ধর্মীয় উগ্রবাদ ছড়িয়ে একটি পক্ষ মাজারে হামলার ঘটনা ঘটিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই তারা মাজারের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে বলেও দাবি তাদের। গ্লোবাল সুফি অরগানাইজেশনের কেন্দ্রীয় কার্য-নির্বাহী পরিষদের সদস্য আফতাব আলম জিলানী বলছেন, মাজারের বিরুদ্ধে মাদক সেবনসহ নানা অভিযোগ তোলা হলেও, এসব ব্যক্তিদের মূল লক্ষ্য হলো মাজার ধ্বংস করা। "মাজারে সব ধরনের মানুষ আসেন। হ্যাঁ, কিছু মানুষ এখানে নিরবতার সুযোগ নিয়ে নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবন করেন, তাদের বিরুদ্ধে আমরাও আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছি, কিন্তু তার মানে তো এই না যে, তাদের জন্য আপনি মাজারে হামলা করবেন," বিবিসি বাংলাকে বলেন তিনি। মি. জিলানী মনে করেন, বছরের পর বছর ধরে বাংলাদেশসহ এই অঞ্চলে অসংখ্য মাজার গড়ে উঠেছে এবং অনুসারীও বাড়ছে, যেটি ধর্মীয় উগ্রবাদীরা মেনে নিতে পারছে না বলেই এমন ঘটনা ঘটছে। তিনি বলছেন, ৫ আগস্টের পর থেকেই ধর্মীয় উগ্রবাদীরা সুযোগ নিয়েছে। এই দুই বছরে অন্তত ৮০টা মাজারে হামলা হয়েছে, ওপেন মব তৈরি করা হয়েছে। প্রতিটি মাজারে হামলার সময় একটা শ্রেণি মাজার ভাঙে, অন্যরা লুটপাট করে, একটা শ্রেণি পিটিয়ে হত্যা করছে।"

হামলায় রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ

মিরপুরে শাহ আলী মাজারে হামলার ঘটনায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে। মূলত, মিরপুরের যেখানে শাহ আলীর মাজার অবস্থিত, ওই এলাকার সংসদ সদস্য জামায়াতের প্রার্থী মীর আহমদ বিন কাসেম, যিনি ব্যারিস্টার আরমান নামেও পরিচিত। মাজারে হামলার পর এই ঘটনা নিয়ে নিজের অবস্থান গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন এই সংসদ সদস্য। একটি মাদক চক্র মাজারকে ব্যবহার করে মাদকের রমরমা বাণিজ্য চালাচ্ছে বলেই দাবি তার। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের ওপর মাদক কারবারিরা হামলা চালিয়েছে বলেও জানান তিনি। "ঢাকা-১৪ আসনে যিনি নির্বাচিত সংসদ সদস্য হন, তিনি মাজার কমিটি গঠন করার এখতিয়ার রাখেন। শিক্ষক, আলেম সবাইকে নিয়ে একটি সর্বজনীন মাজার কমিটি গঠন করে এই কাগজপত্র ওয়াক্ফ প্রশাসন এবং ধর্ম মন্ত্রণালয়ে জমা দিয়েছি, কিন্তু প্রায় তিন মাস হলেও সেটি অনুমোদন হয়নি।" এছাড়া, হামলার ঘটনায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর দলীয় কোনো সম্পৃক্ততা নেই বলে জানিয়েছেন দলটির সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এহসানুল মাহবুব জুবায়ের। এটিকে জামায়াতের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত অপপ্রচার হিসেবেও উল্লেখ করেন তিনি।

এদিকে পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, হামলার ঘটনায় শাহ আলী থানায় যে মামলাটি দায়ের করা হয়েছে, সেখানে জামায়াতে ইসলামীর কর্মীদের নাম রয়েছে। এমনকি, যে পাঁচজনকে এখন পর্যন্ত গ্রেফতার করা হয়েছে, সেখানেও জামায়াত কর্মী রয়েছেন বলে জানান পুলিশের মিরপুর বিভাগের বিভাগের উপর কমিশনার মো. মোস্তাক সরকার। "অভিযোগকারীরা বলেছেন যে, জামায়াতের কর্মীরা হামলা চালিয়েছে। আমরা যে কয়জন আসামিকে গ্রেফতার করেছি, তার মধ্যেও জামায়াতের অনুসারী আছে," বিবিসি বাংলাকে বলেন তিনি। তিনি জানান, মাদকসেবীদের বিরুদ্ধে অভিযানের নামে কিছু মানুষ আইন নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। অতীতেও শাহ আলী মাজার এলাকায় এমন ঘটনা ঘটেছে বলেও জানান মি. সরকার। "এই ঘটনার কিছুদিন আগেও মাদকসেবীদের বিরুদ্ধে এমন অভিযান চালানো হয়েছিল, সেটিও পুলিশের অভিযান ছিল না। তবে সেখানেও রাজনৈতিক দলের কর্মীদের নাম এসেছিল," বলেন তিনি। হঠাৎ করেই কেন শাহ আলী মাজারে হামলা চালানো হলো, এমন প্রশ্নের জবাবে পুলিশের এই কর্মকর্তা বলছেন, অনেকগুলো বিষয় থাকতে পারে। আমরা এখনো বিষয়টি পরিষ্কার না। "মাজারে প্রভাব বিস্তারের জন্য এটা করা হতে পারে বা মাজারপন্থিদের ভিন্ন চোখে দেখা বা পছন্দ না করা এমন বিষয়গুলোও সামনে আসছে। সামনে মাজারের প্রতিনিধি পর্ষদ নির্বাচনের একটা বিষয়ও রয়েছে," বিবিসি বাংলাকে বলেন তিনি।

মাজারকেন্দ্রিক অর্থ ও দখলের লড়াই

মাজারে হামলার এই ঘটনাটি কেবল ধর্মীয় কারণেই ঘটেছে বিষয়টি এমন নয় বলেই মনে করেন ওই এলাকার অনেকে। এর পেছনে মাজারকেন্দ্রিক অর্থ এবং মাদক ব্যবসার বিষয়টিও রয়েছে। জানা গেছে, শাহ আলী মাজারের ভেতরে ও আশেপাশে গড়ে ওঠা কাঁচামালের আড়ত, দোকান ও বাণিজ্যিক স্থাপনাগুলো পরিচালনার জন্য শক্তিশালী সিন্ডিকেট কাজ করে। অভিযোগ রয়েছে, মাজারের আয় ও চাঁদাবাজির নিয়ন্ত্রণ নিতে স্থানীয় রাজনৈতিক প্রভাবশালীরা বারবার হাতবদল করার চেষ্টা করে। এর সঙ্গে মাজার কমিটির নিয়ন্ত্রণ, দোকান বরাদ্দ এবং মাজারের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির দখলও হামলার পেছনে দায়ী। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই এলাকার একাধিক বাসিন্দা এবং মাজারের অনুসারীরা জানিয়েছেন, মাদকবিরোধী অভিযানের দোহাই কেবল একটি কৌশলমাত্র। প্রকৃত লক্ষ্য হলো মাজারকেন্দ্রিক টাকা-পয়সা এবং এ ধরনের কর্মকাণ্ডের ওপর আধিপত্য বিস্তার করা। হযরত শাহ আলী বাংলাদেশ জাতীয় বাউল সমিতির সভাপতি লতিফ সরকার বলছেন, মাজারের সম্পত্তি থেকে বিপুল অর্থ আয় হয়, এর হিসাব নেওয়া জরুরি। "মাজারে মাদক ব্যবসা, চাঁদাবাজি ও প্রতারণার অভিযোগ থাকলে আইনের মাধ্যমে ব্যবস্থা নিন। ঢালাওভাবে একটি

মাজারের সমস্ত কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়ার বা ভক্তদের মারধর করার যুক্তি হতে পারে না," বিবিসি বাংলাকে বলেন তিনি। মাজারে হামলার ঘটনা কেবল একটি ধর্মীয় স্থাপনায় হামলা নয়, এটি দেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও সহনশীলতার ওপর আঘাত বলেই মনে করেন মানবাধিকারকর্মীরাও। মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশ-এর সভাপতি অ্যাডভোকেট মনজিল মোরসেদ বলছেন, মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও ধর্ম পালনের স্বাধীনতার বিষয়টি সংবিধানে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। মি. মোরসেদ বলছেন, সরকারকে অবশ্যই এসব অপকর্মের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। "সাম্প্রতিক সময়ে মাজারে হামলার ঘটনা নিয়ে অনেক মামলা হয়েছে, কিন্তু তার বেশিরভাগেরই অগ্রগতি নেই," বিবিসি বাংলাকে বলেন তিনি।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২০.০৫.২০২৬ আলী আহমেদ)

যুক্তরাষ্ট্রের গোল্ডেন ডোম প্রকল্প ও মহাকাশে অস্ত্র স্থাপনের পরিকল্পনার নিন্দা শি ও পুতিনের

চীন ও রাশিয়া তাদের যৌথ বিবৃতিতে যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পিত গোল্ডেন ডোম প্রকল্প এবং মহাকাশে অস্ত্র স্থাপনের সম্ভাবনাও নিন্দা জানিয়েছে। বেইজিংয়েচীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এবংরাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের মধ্যে বৈঠকের পর এই বিবৃতি প্রকাশিত হয়। গোল্ডেন ডোম ব্যবস্থাটি ইসরায়েলের পরিচিত আয়রন ডোম মডেলের ভিত্তিতে তৈরি এবং শুরুতে 'আইরন ডোম অব আমেরিকা' নামে পরিচিত ছিল। এটি একটি পরিকল্পিত বহুস্তরীয় ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, যা শত্রুপক্ষের ব্যালিস্টিক, হাইপারসনিক এবং ক্রুজ মিসাইল শনাক্ত করে ধ্বংস করতে সক্ষম হবে। তবে ইসরায়েলের আয়রন ডোমের তুলনায় গোল্ডেন ডোম পুরো পৃথিবীকে অন্তর্ভুক্ত করবে, যা কক্ষপথে অবস্থানরত কয়েক হাজার উপগ্রহের সমন্বয়ে পরিচালিত হবে। যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এ ধরনের প্রযুক্তি "কৌশলগত স্থিতিশীলতার জন্য স্পষ্ট হুমকি তৈরি করে"। বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, "এটি মহাকাশে সংঘাতের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ায়, মহাকাশের সামরিকীকরণে অবদান রাখে এবং এটিকে সশস্ত্র সংঘর্ষের ক্ষেত্র হিসেবে রূপান্তরের দিকে ঠেলে দেয়, যা মহাকাশের শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের নীতির পরিপন্থি এবং ইতোমধ্যেই কঠিন পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে"।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২০.০৫.২০২৬ আলী আহমেদ)

হরমুজ নিয়ে কী ইঙ্গিত দিল চীন ও রাশিয়া

চীন ও রাশিয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও সরবরাহ শৃঙ্খলে 'একতরফাভাবে' হস্তক্ষেপ বন্ধের আহ্বান জানিয়েছে। দুই দেশের যৌথ বিবৃতিতে এ আহ্বান জানানো হয়। ওই বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "কিছু নির্দিষ্ট রাষ্ট্র, আন্তঃরাষ্ট্রীয় জোট এবং তাদের মিত্রদের একতরফা পদক্ষেপ, যা আন্তর্জাতিক নৌপরিবহণকে বাধাগ্রস্ত করে, তা বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলের অখণ্ডতা এবং সামগ্রিকভাবে সামুদ্রিক বাণিজ্যের জন্য হুমকি সৃষ্টি করছে।" বিবৃতিতে নির্দিষ্ট করে কোনো গুরুত্বপূর্ণ জলপথের নাম উল্লেখ করা হয়নি, তবে ধারণা করা হচ্ছে এটি হরমুজ প্রণালির দিকে ইঙ্গিত করছে। পাশাপাশি বলা হয়েছে, "বন্দরসহ সামুদ্রিক অবকাঠামোতে সহযোগিতা বাজারভিত্তিক ও বাণিজ্যিক নীতির ওপর ভিত্তি করে হওয়া উচিত, যাতে রাজনৈতিকীকরণ এবং অতিরিক্ত নিরাপত্তা চেষ্টা এড়ানো যায়।"
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২০.০৫.২০২৬ আলী আহমেদ)

ইরানে ফের হামলা হলে যুদ্ধ অঞ্চলের বাইরেও ছড়াবে : আইআরজিসি

ইরানের রেভল্যুশনারি গার্ডস এক বিবৃতিতে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছে, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল যদি আবার ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে, তবে সেই যুদ্ধ "অঞ্চল ছাড়িয়ে বিস্তৃত হবে"। ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ইসরায়েলি কর্মকর্তাদের ইরানের ওপর পুনরায় হামলার হুমকির প্রসঙ্গ টেনে বিবৃতিতে বলা হয়, "ইরানের বিরুদ্ধে আগ্রাসনের পুনরাবৃত্তি হলে যুদ্ধ এবার অঞ্চল ছাড়িয়ে যাবে এবং আমাদের বিধ্বংসী আঘাত আপনাদের এমন স্থানে কালো মাটিতে ফেলে দেবে, যা আপনি কখনও কল্পনাও করেননি।" ইরানের বিরুদ্ধে পুনরায় সামরিক হামলা শুরু করার আশঙ্কা নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হুমকির বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় এক্স নেটওয়ার্কে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি লিখেছেন, "আমরা যে শিক্ষা পেয়েছি এবং যে জ্ঞান অর্জন করেছি, তাতে নিশ্চিন্ত থাকুন-যুদ্ধক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন আরও অনেক বেশি চমক নিয়ে আসবে।" মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গতকাল বলেন, ইরানের ওপর আরেকটি সামরিক হামলার প্রস্তুতির ঠিক আগে মধ্যপ্রাচ্যের নেতাদের অনুরোধে তিনি সেই হামলা বাতিল করার নির্দেশ দেন।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২০.০৫.২০২৬ আলী আহমেদ)

হরমুজ প্রণালি খুলতে চাই, চুক্তিতে পৌঁছাতে তাড়াহুড়ো নেই : ডোনাল্ড ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, তিনি চান হরমুজ প্রণালি অবিলম্বে উন্মুক্ত করা হোক এবং তার মতে "এটি এখনই খুলে দেওয়া উচিত"। বুধবার ইরানের সঙ্গে আলোচনা নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছেন, "আমাদের হরমুজ প্রণালি খুলতে হবে এবং এটি অবিলম্বে খুলে দেওয়া উচিত"। ইরানের সঙ্গে আলোচনার প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন, কোনো চুক্তিতে পৌঁছাতে তার "কোনো তাড়া নেই"। "আমি শুধু দেখতে চাই তারা তাদের জনগণের জন্য সেরা কিছু চায় কি না," বলেছেন মি. ট্রাম্প। তিনি বলেন, "এখন ইরানে অনেক ক্ষোভ রয়েছে, কারণ

মানুষ খুব খারাপ অবস্থায় জীবনযাপন করছে। সেখানে এমন অস্থিরতা চলছে যা আমরা আগে কখনও দেখিনি। দেখা যাক এরপর কী হয়।" (বিবিসি ওয়েব পেজ : ২০.০৫.২০২৬ আলী আহমেদ)

ইসরায়েলের হামলায় লেবাননে শিশুসহ ২১ জন নিহত

ইসরায়েলি বিমান হামলায় মঙ্গলবার দক্ষিণ লেবাননে অন্তত ২১ জন নিহত হয়েছেন বলে দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও গণমাধ্যম জানিয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ন্যাশনাল নিউজ এজেন্সি জানায়, নিহতদের মধ্যে ১২ জন একটি মাত্র হামলায় মারা যান। ওই হামলায় দেইর কানুন আল-নাহর শহরের একটি বাড়ি লক্ষ্যবস্তু করা হয়। নিহতদের মধ্যে তিন শিশু ও তিন নারী ছিলেন। ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি। তবে তারা আগে বলেছিল যে, তারা ইরান-সমর্থিত শিয়া ইসলামপন্থি সশস্ত্র গোষ্ঠী হেজবুল্লাহকে লক্ষ্য করে হামলা চালাচ্ছে। মঙ্গলবার দক্ষিণ লেবাননের কিছু অংশে অবস্থানরত ইসরায়েলি বাহিনীর ওপর হিজবুল্লাহ হামলা চালালে একজন ইসরায়েলি সেনা নিহত হয়। এটি এমন এক সময়ে ঘটছে, যখন এক সপ্তাহেরও কম আগে যুক্তরাষ্ট্র জানিয়েছিল যে লেবানন ও ইসরায়েল ৪৫ দিনের জন্য যুদ্ধবিরতি বাড়াতে সম্মত হয়েছে এবং আগামী মাসে আলোচনা পুনরায় শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। ২ মার্চ ইরান, ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার যুদ্ধে লেবানন জড়িয়ে পড়ে, যখন হিজবুল্লাহ ইসরায়েলে রকেট হামলা চালায়। তারা দাবি করে, এটি ছিল ইসরায়েলি হামলায় ইরানের সর্বোচ্চ নেতার নিহত হওয়ার প্রতিশোধ। এর জবাবে ইসরায়েল লেবানন জুড়ে বিমান হামলা এবং স্থল অভিযান শুরু করে। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় হওয়া যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার প্রায় পাঁচ সপ্তাহ পরও ইসরায়েল ও হেজবুল্লাহ উভয় পক্ষ পাল্টাপাল্টি হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে দিন-রাত ইসরায়েলি বিমান হামলা অব্যাহত রয়েছে।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২০.০৫.২০২৬ নারগীস)

হরমুজ প্রণালি অতিক্রম করেছে ২৬টি জাহাজ : ইরানের বিপ্লবী গার্ড

ইরানের বিপ্লবী গার্ড বাহিনী জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় তাদের তত্ত্বাবধানে ২৬টি জাহাজ নিরাপদে হরমুজ প্রণালি অতিক্রম করেছে। ইরানের সংবাদ সংস্থা- তাসনিম বিপ্লবী গার্ড নৌবাহিনীর বরাত দিয়ে জানিয়েছে যে, যে-সব জাহাজ হরমুজ পার হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে ছিল তেলবাহী ট্যাংকার, কনটেইনার জাহাজ এবং অন্য বাণিজ্যিক জাহাজ। এসব জাহাজ অনুমতি নিয়ে হরমুজ প্রণালি অতিক্রম করেছে। এদিকে, ইরানের রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যম আইআরআইবি জানিয়েছে, অন্তত পাঁচটি 'সুপার ট্যাংকার' হরমুজ প্রণালি অতিক্রম করেছে। সংবাদমাধ্যমটি আরও জানায়, চীন ও দক্ষিণ কোরিয়াসহ বিভিন্ন দেশের আরও জাহাজ হরমুজ প্রণালি দিয়ে চলাচলের জন্য অনুমতি চেয়েছে।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২০.০৫.২০২৬ নারগীস)

রেডিও তেহরান

টেকনাফ থেকে আবারও বাংলাদেশিদের ধরে নিয়ে গেছে আরাকান আর্মি

টেকনাফের নাফ নদী থেকে দুটি ইঞ্জিনচালিত মাছ ধরার নৌকাসহ চার বাংলাদেশি জেলেকে অস্ত্রের মুখে ধরে নিয়ে গেছে মিয়ানমারের সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মি। সোমবার সন্ধ্যা পাঁচটার দিকে এই তথ্য জানান নৌকার দুইজন মালিক। তারা জানান, বেলা বারোটার দিকে নাফ নদীতে মাছ ধরার সময় মিয়ানমারের সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মির সদস্যরা ধাওয়া করে অস্ত্রের মুখে তাদেরকে ধরে নিয়ে যায়। চার জেলে সকাল ছয়টার দিকে নাফ নদীতে মাছ ধরতে যায়। মাছ ধরার সময় তাদেরকে বাংলাদেশের জলসীমা থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় বলে জানান তারা। সম্প্রতি, প্রায়ই ঘটছে এ ধরনের ঘটনা। বাংলাদেশের পানির সীমায় প্রবেশ করে বিদ্রোহী আরাকান আর্মির লোকজন নিয়মিত ধরে নিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশি জেলেদের। এসব ঘটনায় প্রশ্ন উঠেছে, বাংলাদেশের কোস্টগার্ডের ভূমিকা নিয়ে। প্রশ্ন উঠেছে, একটি স্বাধীন দেশের কোস্টগার্ড কি এতই দুর্বল যে, অপর একটি দেশের বিদ্রোহী বাহিনী দিনের পর দিন এ ধরনের ঘটনা ঘটাচ্ছে, কিন্তু তারপরও কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না বাংলাদেশি জেলেদের নিরাপত্তায়। মিয়ানমার আর্মি ও আরাকান আর্মি যা করছে, তা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি নগ্ন হস্তক্ষেপ ছাড়া আর কিছুই নয়।(রেডিও তেহরান : ২০.০৫.২০২৬ এলিনা)

বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সামরিক সক্ষমতা আধুনিকায়ন প্রসঙ্গে প্রতিবেদন

একটি রাষ্ট্রের অর্থনীতি যত বড়ো হয়, তার কৌশলগত ঝুঁকিও তত বৃদ্ধি পায়। বঙ্গোপসাগর, ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্য পথ, সাবমেরিন ক্যাবল, জ্বালানি নিরাপত্তা এবং আঞ্চলিক শক্তির প্রতিযোগিতার কেন্দ্রে অবস্থান করার কারণে বাংলাদেশের সামরিক সক্ষমতা আর শুধু প্রতীকী পর্যায়ে রাখার সুযোগ নেই। বিশেষ করে নৌবাহিনী ও বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিক করার যে উদ্যোগ বর্তমান সরকার নিয়েছে, তা মূলত একটি পরিবর্তিত ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রতিফলন। বাংলাদেশের আকাশ প্রতিরক্ষা শক্তিশালী করতে হাত বাড়িয়েছে চীন, পাকিস্তান। বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরেই সামরিক নীতিতে ন্যূনতম প্রতিরক্ষা সক্ষমতা ধারণা অনুসরণ করছে। কিন্তু বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি দেখাচ্ছে, দুর্বল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কেবল যুদ্ধের ঝুঁকিই বাড়ায় না বরং রাষ্ট্রকে কূটনৈতিকভাবে দুর্বল অবস্থানে নিয়ে যায়। ইউক্রেন যুদ্ধ, মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত, তাইওয়ান ইস্যু এবং ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্র-চীন প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছোটো ও মাঝারি শক্তিগুলোকে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করেছে। বাংলাদেশও সেই বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। বঙ্গোপসাগরে ক্রমবর্ধমান সামরিক প্রতিযোগিতা, ভারতের আঞ্চলিক আধিপত্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং মিয়ানমারের

অস্থিতিশীলতা, বাংলাদেশের জন্য একটি শক্তিশালী প্রতিরক্ষা কাঠামোকে জরুরি করে তুলেছে। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ ভবিষ্যতের সংঘাত কেবল স্থল ও সীমান্তে সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং সমুদ্র হবে অর্থনীতি ও নিরাপত্তার মূল কেন্দ্র। বাংলাদেশের আমদানি-রপ্তানির প্রায় পুরো অংশই সমুদ্রপথ নির্ভর। এছাড়া গভীর সমুদ্রের গ্যাস, সামুদ্রিক সম্পদ এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য রুটের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে শক্তিশালী নৌবাহিনী অপরিহার্য। এ কারণেই সাবমেরিন, ফ্রিগেট, মেরিটাইম, পেট্রোল, এয়ারক্রাফ্ট, উপকূলীয় ক্ষেপণাস্ত্র এবং আধুনিক আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে পরিকল্পনা এখন কেবল সামরিক বিলাসিতা নয় বরং কৌশলগত প্রয়োজন।

বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা আধুনিকায়নের ক্ষেত্রে পাকিস্তানের সহায়তা বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। বহু বছর ধরে ঢাকা-ইসলামাবাদ সম্পর্ক রাজনৈতিক কারণে সীমিত পর্যায়ে থাকলেও, এখন উভয় দেশ বাস্তববাদী কৌশলের দিকে ঝুঁকছে। পাকিস্তান বিমান বাহিনীর পক্ষ থেকে বাংলাদেশকে জিএফ-১৭ সিমুলেটর প্রযুক্তি উপহার দেওয়া নিছক প্রতীকী ঘটনা নয় বরং এটি সামরিক সহযোগিতার গভীরতর সম্ভাবনার ইঙ্গিত। পাকিস্তান ও চীনের যৌথ উদ্যোগে তৈরি জেএফ-১৭ থান্ডার দক্ষিণ এশিয়ার সামরিক ভারসাম্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। তুলনামূলক কম খরচে আধুনিক রাডার, বিয়ন্ড ভিজুয়াল রেঞ্জ মিসাইল এবং বহুমুখী যুদ্ধ ক্ষমতা থাকায় এটি বাংলাদেশের জন্য বাস্তবসম্মত বিকল্প হতে পারে। বাংলাদেশের জন্য জেএফ-১৭ আকর্ষণীয় হওয়ার পেছনে কয়েকটি কারণ রয়েছে। প্রথমত, পশ্চিমা যুদ্ধবিমান কেনা অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং সেগুলোর সাথে রাজনৈতিক শর্ত জড়িত থাকে। দ্বিতীয়ত, রাশিয়ান প্ল্যাটফর্ম বর্তমানে ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে সরবরাহ ও রক্ষণাবেক্ষণ জটিলতায় ভুগছে। তৃতীয়ত, চীনা ও পাকিস্তানি প্ল্যাটফর্ম তুলনামূলক কম খরচে দ্রুত সরবরাহ যোগ্য। এছাড়া, বাংলাদেশের বিদ্যমান সামরিক অবকাঠামো চীনা প্রযুক্তির সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। ফলে জেএফ-১৭ শুধু একটি যুদ্ধবিমান নয় বরং বাংলাদেশের জন্য একটি কৌশলগত বিকল্প। তবে এই পরিবর্তন ভারতের জন্য অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠছে। ভারত ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশকে তার নিরাপত্তা বলয়ের অংশ হিসেবে দেখতে অভ্যস্ত। দিল্লির নীতি-নির্ধারকদের একটি বড়ো অংশ মনে করে, বাংলাদেশের সামরিক সক্ষমতা সীমিত থাকায় ভারতের কৌশলগত স্বার্থের জন্য সুবিধাজনক। কারণ একটি শক্তিশালী বাংলাদেশ আঞ্চলিক শক্তির ভারসাম্যে নতুন বাস্তবতা তৈরি করতে পারে। বিশেষ করে যদি বাংলাদেশ, চীন ও পাকিস্তানের সাথে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা গভীর করে, তাহলে ভারত সেদিকে কেবল সামরিক নয়, ভূ-রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ হিসেবেও দেখবে।

ভারতের উদ্বেগের একটি বড়ো কারণ হলো- বঙ্গোপসাগরের কৌশলগত গুরুত্ব। ভারত দীর্ঘদিন ধরে এই অঞ্চলকে তার প্রভাব বলয়ের অংশ হিসেবে ধরে রাখতে চেয়েছে। কিন্তু চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ, পাকিস্তানের সাথে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা এবং বাংলাদেশের স্বাধীন কৌশলগত অবস্থান, ভারতের জন্য অস্বস্তিকর বাস্তবতা তৈরি করছে। দিল্লি আশঙ্কা করছে, বাংলাদেশের সামরিক অবকাঠামোতে চীন ও পাকিস্তানের উপস্থিতি ভারতীয় পূর্বাঞ্চলীয় নিরাপত্তা কাঠামোর উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে। ভারত সম্ভবত সরাসরি সামরিক প্রতিক্রিয়ার পথে যাবে না। তবে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক কৌশল ব্যবহার করতে পারে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি, মানবাধিকার ইস্যু, নির্বাচন প্রশ্ন, সীমান্ত উত্তেজনা কিংবা পানি বণ্টন ইস্যুকে চাপ সৃষ্টির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের নীতির একটি বৈশিষ্ট্য হলো- প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর কৌশলগত স্বাধীনতা সীমিত রাখার চেষ্টা। নেপাল, শ্রীলঙ্কা এবং মালদ্বীপের ক্ষেত্রেও এমন প্রবণতা দেখা গেছে। ফলে বাংলাদেশ যখন বহুমুখী প্রতিরক্ষা সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাইবে, তখন দিল্লি সেটিকে সন্দেহের চোখে দেখবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বাংলাদেশের জন্য এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন বজায় রাখা। কোনো একক শক্তির উপর নির্ভরশীলতা দীর্ঘমেয়াদে ঝুঁকিপূর্ণ। তাই বাংলাদেশের উচিত হবে চীন, পাকিস্তান, তুরস্ক, ইউরোপ এবং অন্যান্য সম্ভাব্য অংশীদারদের সাথে ভারসাম্যপূর্ণ প্রতিরক্ষা সম্পর্ক গড়ে তোলা। সামরিক আধুনিকায়নের লক্ষ্য হওয়া উচিত, আত্মরক্ষামূলক সক্ষমতা বৃদ্ধি, আঞ্চলিক উত্তেজনা সৃষ্টি নয়। কারণ শক্তিশালী প্রতিরক্ষা মানেই যুদ্ধ নয় বরং অনেক ক্ষেত্রে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা যুদ্ধ ঠেকানোর মাধ্যম। বাংলাদেশের সামরিক আধুনিকায়নের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। আধুনিক যুদ্ধের অভিজ্ঞতা দেখাচ্ছে ড্রোন, ক্রুজ মিসাইল এবং স্ট্যান্ড অফ অস্ত্রের যুগে দুর্বল এয়ার ডিফেন্স পুরো সামরিক অবকাঠামোকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেয়। ফলে কেবল যুদ্ধ বিমান কেনাই যথেষ্ট নয়, সমন্বিত আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলাও জরুরি। বাংলাদেশ যদি দীর্ঘমেয়াদে আধুনিক মাল্টিলেয়ার এয়ার ডিফেন্স গড়ে তুলতে পারে, তাহলে সেটি দেশের সামগ্রিক নিরাপত্তা কাঠামোকে অনেক বেশি শক্তিশালী করবে। এক্ষেত্রে নৌবাহিনী এবং বিমান বাহিনীর সমন্বয় গুরুত্বপূর্ণ। বঙ্গোপসাগরে ভবিষ্যতের প্রতিযোগিতা মূলত সি-কন্ট্রোল এবং এন্টি-অ্যাক্সেস এরিয়া ডিনাইল সক্ষমতার উপর নির্ভর করবে। অর্থাৎ শত্রুপক্ষকে নির্দিষ্ট সামদ্রিক অঞ্চলে প্রবেশে নিরুৎসাহিত করার ক্ষমতা। উপকূলীয় ক্ষেপণাস্ত্র, সাবমেরিন, মেরিটাইম ড্রোন এবং সমন্বিত রাডার নেটওয়ার্ক এই কৌশলের মূল উপাদান। বাংলাদেশের জন্য এই সক্ষমতা তৈরি করা বাস্তববাদী সিদ্ধান্ত। তবে সামরিক আধুনিকায়নের সাথে অর্থনৈতিক সক্ষমতার ভারসাম্যও জরুরি। প্রতিরক্ষা ব্যয় এমন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া উচিত নয়, যাতে অর্থনীতি চাপের মুখে পড়ে বরং প্রযুক্তি স্থানান্তর, যৌথ উৎপাদন এবং স্থানীয় প্রতিরক্ষা শিল্প গড়ে তোলার দিকে মনোযোগ

দেওয়া জরুরি। বাংলাদেশ যদি শুধু অস্ত্র ক্রেতা হয়ে থাকে, তাহলে দীর্ঘমেয়াদে নির্ভরশীলতা তৈরি হবে। কিন্তু যদি দেশীয় প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায়, তাহলে সামরিক খাত, অর্থনৈতিক উন্নয়নের অংশ হয়ে উঠতে পারবে।
সবশেষে বলা যায়, বাংলাদেশের সামরিক আধুনিকায়ন এখন আর কল্পনাভিত্তিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা নয়। এটি ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতার দাবি। দক্ষিণ এশিয়ার পরিবর্তিত শক্তির ভারসাম্য। বঙ্গোপসাগরের কৌশলগত গুরুত্ব এবং বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার নতুন পরিবেশ বাংলাদেশকে আরো প্রস্তুত ও আত্মনির্ভর হতে বাধ্য করছে। পাকিস্তান ও চীনের সাথে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা ভারতের উদ্বেগ বাড়াতে পারে। কিন্তু একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের নিজস্ব নিরাপত্তা অগ্রাধিকার নির্ধারণের অধিকার রয়েছে। মূল প্রশ্ন হলো, বাংলাদেশ কতটা দক্ষতার সাথে এই আধুনিকায়নকে কৌশলগত ভারসাম্য, অর্থনৈতিক বাস্তবতা এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার সাথে সমন্বয় করতে পারে। যদি সেই ভারসাম্য রক্ষা করা যায়, তাহলে বাংলাদেশের সামরিক শক্তি কেবল প্রতিরক্ষা সক্ষমতাই বাড়াবে না বরং আন্তর্জাতিক পরিসরে দেশের কৌশলগত গুরুত্বও বহুগুণ বৃদ্ধি করবে।(রেডিও তেহরান : ২০.০৫.২০২৬ এলিনা)

এনএইচকে

ট্রাম্প 'সুন্দর' উপায়ে ইরান পরিস্থিতির অবসান ঘটাতে চান

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের ওপর হামলা পুনরায় শুরু করার সম্ভাবনা পুনর্ব্যক্ত করেছেন এবং একই সাথে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, আগামী দিনগুলোতে আলোচনায় তিনি ইরানের জবাবের ওপর নজর রাখবেন। ইরান যে-কোনো সামরিক আগ্রাসন মোকাবিলায় দেশের প্রস্তুতির ইঙ্গিত দিয়েছে, যার ফলে সংঘাত নিরসনের লক্ষ্যে চলমান আলোচনার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত রয়ে গেছে। ট্রাম্প মঙ্গলবার হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ইরানের সঙ্গে আলোচনা করছে। তিনি বলেন, ইরান "একটি চুক্তিতে পৌঁছানোর জন্য মিনতি করছে।" পরে এক অনুষ্ঠানে ট্রাম্প বলেন, "আমরা খুব দ্রুতই এর অবসান ঘটাবো এবং তাদের কাছে কোনো পারমাণবিক অস্ত্র থাকবে না, আর আশা করি, আমরা খুবই সুন্দর উপায়ে কাজটি সম্পন্ন করব।" মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স বলেছেন, মার্কিন আলোচকরা "অনেকটা অগ্রগতি" অর্জন করেছেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, কোনো পক্ষই হামলা পুনরায় শুরু করতে আগ্রহী নয়। এদিকে, ইরানের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী কাযেম গরিবাবাদি মঙ্গলবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করেছেন যে, যুক্তরাষ্ট্র বলছে, আলোচনার সুযোগ করে দিতে তারা ইরানের ওপর হামলা সাময়িকভাবে বন্ধ রেখেছে। কিন্তু ওয়াশিংটন এও বলছে যে, তারা যে-কোনো মুহূর্তে একটি বড়ো আকারের হামলা চালাতে প্রস্তুত। এটি একটি 'হুমকি'-কে 'শান্তির সুযোগ' বলার শামিল উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন যে, ইরান ঐক্যবদ্ধ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং যে-কোনো সামরিক আগ্রাসন মোকাবিলা করতে প্রস্তুত। (এনএইচকে ওয়েব পেজ: ২০.০৫.২০২৬ রুবাইয়া)

ডয়চে ভেলে

বেতন-বোনাসের দাবিতে পোশাক শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ

আসন্ন ঈদুল আজহার আগে বেতন ও বোনাস পরিশোধের দাবিতে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার তেজগাঁও লিংক রোডের একটি লেন অবরোধ করে বিক্ষোভ করছেন পোশাক শ্রমিকরা। আজ বুধবার সকালে তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান ডয়চে ভেলের কন্টেন্ট পার্টনার দ্য ডেইলি স্টারকে বলেন, সকাল ১০টার দিকে নাসা গ্রুপের শতাধিক শ্রমিক সড়কে নেমে আসেন এবং বিক্ষোভ শুরু করেন। "এতে ওই এলাকায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। আমরা তাদের বোঝানোর চেষ্টা করছি, তারা যেন সড়ক ছেড়ে দেন," বলেন তিনি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সেখানে থানা পুলিশ ও ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। যান চলাচল স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত নগরবাসীকে বিকল্প সড়ক ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছে ট্রাফিক বিভাগ।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২০.০৫.২০২৬ রনি)

টিকা সংকটের বিষয়ে সতর্ক করতে অন্তবর্তী সরকারকে ৫-৬টি চিঠি দেওয়া হয় : ইউনিসেফ

অন্তবর্তী সরকারকে টিকা সংকটের বিষয়ে সতর্ক করতে পাঁচ থেকে ছয়টি চিঠি দেয়া হয়েছিল বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশে ইউনিসেফের প্রতিনিধি রানা ফ্লাওয়ার্স। আজ বুধবার এক ব্রিফিংয়ে গণমাধ্যমকর্মীদের তিনি এ কথা বলেন। রানা ফ্লাওয়ার্স বলেন, "কোনো মহামারি রাতারাতি ঘটে না। কিছু বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এ রকম পরিস্থিতি দেখা দেয়। বিশেষ করে, টিকার মাধ্যমে প্রতিরোধযোগ্য রোগের ক্ষেত্রে।" এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর এই ক্রয় প্রক্রিয়ায় বিলম্বের কারণ ছিল উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে টিকা কেনার বিষয়ে (অন্তবর্তী সরকারের) মন্ত্রিসভার একটি সিদ্ধান্ত।" তিনি জানান, গত বছর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। "আমার মনে হয় না, এ ধরনের সিদ্ধান্ত এর আগে কখনও নেওয়া হয়েছে। তবে এ বিষয়টি আপনারা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যাচাই করে নিতে পারেন," যোগ করেন রানা ফ্লাওয়ার্স। এর আগে, অন্তবর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার স্বাস্থ্যবিষয়ক বিশেষ সহকারী অধ্যাপক সায়েদুর রহমান দাবি করেন, ইউনিসেফ হামের প্রাদুর্ভাব সম্পর্কে তৎকালীন সরকারকে সতর্ক করেনি। এ বিষয়ে ইউনিসেফ প্রতিনিধি রানা বলেন, "এ মুহূর্তে আমার হাতের কাছে একেবারে সুনির্দিষ্ট দিন-তারিখ নেই। তবে তদন্তে বিষয়টি নিশ্চিত হবে। আমি এটুকু জানি যে, আমরা ২০২৪ থেকে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পাঁচ-ছয়টি চিঠি পাঠিয়েছি, যার মধ্যে শেষ চিঠিটি নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার ঠিক আগে পৌঁছেছিল। আমরা আশা করেছিলাম যে,

যিনি নতুন করে এই দায়িত্ব পাবেন, তার ডেস্কে চিঠিটি থাকবে।" বাংলাদেশে ইউনিসেফের প্রতিনিধি রানা ফ্লাওয়ার্স আরো বলেন, "আমরা তাদের সঙ্গে জরুরি বৈঠকে বসার জন্য বারবার চাপ দিয়েছি। একইসঙ্গে আমি বলতে পারি, আমি অন্তবর্তীকালীন উপদেষ্টা এবং কর্মীদের সঙ্গে অন্তত ১০-বার বসেছি। আমি এবং আমার কর্মীরা বলেছি, আমরা চিন্তিত। আমার মুখ দেখে বুঝুন, আমি চিন্তিত যে, আপনারা টিকার সংকটে পড়তে যাচ্ছেন।" "এটা স্পষ্ট ছিল যে, দেশে টিকা আনতে না পারলে সমস্যা তৈরি হবে," বলেন রানা। গত দুই বছরে বাংলাদেশে কোনো টিকা সংকট ছিল কি না জানতে চাইলে রানা ফ্লাওয়ার্স বলেন, "আমরা ২০২৪ সালেই টিকার সংকটের পূর্বাভাস দিয়েছিলাম। পরবর্তী দুই বছরে বিভিন্ন রোগের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলতে পারে। তাই আমরা আগেভাগেই সতর্ক করছিলাম এবং ক্রমাগত মনে করিয়ে দিচ্ছিলাম যে, তারা সংকটের মুখে পড়তে যাচ্ছে।" (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২০.০৫.২০২৬ রনি)

রোহিঙ্গাদের জীবনরক্ষাকারী সহায়তায় ৬১০ মিলিয়ন ডলারের ঘাটতি : জাতিসংঘ

সহিংসতা থেকে বাঁচতে মিয়ানমার থেকে পালিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের জীবন রক্ষাকারী ত্রাণ সহায়তায় ৬১০ মিলিয়ন ডলারের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। এ তথ্য জানিয়েছে রোহিঙ্গা রিফিউজি রেসপন্স। জাতিসংঘের নেতৃত্বে পরিচালিত সংস্থাটি এক বিবৃতিতে জানায়, "রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় গৃহীত কার্যক্রমগুলো শরণার্থীরা (বাংলাদেশে) আসার পর থেকে সবচেয়ে সংকটময় মুহূর্তগুলোর একটির মুখোমুখি হয়েছে।" বিবৃতিতে আরো বলা হয়, "জনসংখ্যা এবং মানবিক সহায়তার প্রয়োজনীয়তা নাটকীয়ভাবে বাড়ছে, অথচ বৈশ্বিক মানবিক সংকট ও অন্যান্য জরুরি পরিস্থিতির কারণে তহবিল ক্রমশ কমছে।" বাংলাদেশে জাতিসংঘের প্রধান ক্যারল ফ্লোর-স্মেরেচনিয়াক ঢাকায় সাংবাদিকদের বলেন, "এই সংকট যেন বিশ্ববাসীর স্মৃতি থেকে হারিয়ে না যায়"- এটি নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। জাতিসংঘ প্রায় ১৫ লক্ষ ৬০ হাজার মানুষকে সহায়তার লক্ষ্যে ৭১০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি অর্থ সহায়তা চেয়েছে। এই সহায়তার আওতায় ১২ লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থী এবং আশ্রয়দাতা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর তিন লাখ সাত হাজার দুঃস্থ ও ঝুঁকিপূর্ণ বাংলাদেশি নাগরিকও রয়েছেন। বিবৃতিতে রোহিঙ্গা রিফিউজি রেসপন্স আরো জানায়, 'ন্যূনতম প্রয়োজন' মেটানোর জন্য হলেও ৬১০ মিলিয়ন ডলারের একটি তহবিলের প্রয়োজন। এই অর্থ মূলত 'অত্যন্ত জরুরি জীবনরক্ষাকারী ও সুরক্ষামূলক কার্যক্রমে' ব্যয় করা হবে বলেও বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২০.০৫.২০২৬ রনি)

জাগো নিউজ

বিদিশা এরশাদের দুই বছরের কারাদণ্ড

ফ্ল্যাট হস্তান্তরের নামে প্রতারণার অভিযোগে গুলশান থানায় করা মামলায় সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের স্ত্রী বিদিশা এরশাদকে দুই বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। বুধবার (২০ মে) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জামশেদ আলম এ রায় ঘোষণা করেন। বাদীপক্ষের আইনজীবী মো. হেমায়েত উদ্দিন খান হিরণ জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, বিদিশা এরশাদ পলাতক থাকায় আদালত তার বিরুদ্ধে সাজা পরোয়ানাসহ গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছেন। একইসঙ্গে তাকে ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে। মামলার অভিযোগ অনুযায়ী, বারিধারার প্রেসিডেন্ট পার্কের একটি ফ্ল্যাট বিক্রির নামে প্রতারণার অভিযোগ এনে ২০০৮ সালে গুলশান থানায় মামলা করেন ব্যবসায়ী মোশাররফ হোসেন সিকদার। দীর্ঘ শুনানি ও সাক্ষ্যগ্রহণ শেষে আদালত এ রায় দেন। রায়ের প্রতিক্রিয়া জানতে যোগাযোগ করা হলে বিদিশা এরশাদ বলেন, এ বিষয়ে তিনি অবগত নন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০৫.২০২৬ রিহাব)

ব্যাংকিং ও পুঁজিবাজারসহ বিভিন্ন খাতে ভয়াবহ সংকট তৈরি হয়েছে

অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা, আর্থিক শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর কার্যকর ভূমিকার অভাবে দেশের ব্যাংকিং ও পুঁজিবাজারসহ বিভিন্ন খাতে ভয়াবহ সংকট তৈরি হয়েছে বলে জানিয়েছেন অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। অর্থনীতিকে বাঁচাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির বিকল্প নেই মন্তব্য করে তিনি বলেন, দেশের আর্থিক খাতের প্রতিষ্ঠানগুলো গত কয়েক বছরে প্রায় অকার্যকর অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিল। আমরা এখন একটি ক্রসরোডে দাঁড়িয়ে আছি। এখান থেকে দেশ কোন পথে যাবে, তা নির্ভর করছে আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলো কীভাবে কাজ করবে তার ওপর। বুধবার (২০ মে) রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে 'ফাইনান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড রিপোর্টিং (ফার) সামিট ২০২৬'-এ প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। দেশে করপোরেট সুশাসন ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতায় যুগান্তকারী পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল (এফআরসি) বাংলাদেশ, দি ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএবি) এবং দি ইনস্টিটিউট অব কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএমএবি)-এর যৌথ উদ্যোগে এ সামিট আয়োজন করা হয়। অর্থমন্ত্রী বলেন, আর্থিক প্রতিবেদন, অডিট ও কোম্পানির প্রকৃত আর্থিক চিত্র তুলে ধরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু দেশের অডিটিং ও রিপোর্টিং ইকোসিস্টেম প্রায় ভেঙে পড়েছে। ফলে ব্যাংক থেকে অর্থপাচার, মিথ্যা তথ্য দিয়ে ঋণ নেওয়া এবং পুঁজিবাজারে ভুয়া কোম্পানির তালিকাভুক্তির মতো ঘটনা ঘটেছে। তিনি বলেন, যে-সব কোম্পানি ফলস রিপ্রেজেন্টেশন করে স্টক মার্কেটে এসেছে, তারাই অনেক ক্ষেত্রে বড়ো কোম্পানিতে পরিণত হয়েছে। এতে ভালো ও স্বচ্ছ কোম্পানিগুলো বাজারে আসতে

নিরুৎসাহিত হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, বর্তমানে দেশের বেসরকারি খাতে বড়ো ধরনের মূলধন ঘাটতি রয়েছে। অনেক সফল কোম্পানি এবং একাধিক ব্যাংকও গুরুতর ক্যাপিটাল ডেফিসিটে ভুগছে। এর পেছনে খেলাপি ঋণ, অর্থপাচার এবং বোর্ড ও ব্যবস্থাপনার যোগসাজশে অর্থ আত্মসাতের ঘটনা দায়ী।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০৫.২০২৬ রিহাব)

একসঙ্গে জানাজা, পাশাপাশি কবরে দাফন ওমানে নিহত ৪ ভাই

মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ওমানে মারা যাওয়া একই পরিবারের চার ভাইয়ের মরদেহের দাফন নিজ এলাকা চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় সম্পন্ন হয়েছে। বুধবার (২০ মে) বেলা ১১টার দিকে রাঙ্গুনিয়া লালানগর স্কুল মাঠে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাদের একসঙ্গে দাফন করা হয়। জানাজায় দূর-দূরান্ত থেকে হাজার হাজার মানুষ অংশ নেন। একসঙ্গে চার ভাইয়ের মৃত্যুর ঘটনায় পুরো রাঙ্গুনিয়া এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। পরিবার জুড়ে নেমে আসে শোকের মাতম। নিহত চার ভাই হলেন- রাশেদুল ইসলাম, শাহেদুল ইসলাম, সিরাজুল ইসলাম ও শহিদুল ইসলাম।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০৫.২০২৬ রিহাব)

অপরাধী যেই হোক, রাজনৈতিক পরিচয় দেখা হবে না : নবনিযুক্ত ডিএমপি কমিশনার

অপরাধী যেই হোক, তার কোনো রাজনৈতিক বা সামাজিক পরিচয় বিবেচনা করা হবে না বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) নতুন কমিশনার মোসলেহ উদ্দিন আহমদ। বুধবার (২০ মে) ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত 'মিট দ্য প্রেসে' তিনি এ কথা বলেন। ডিএমপি কমিশনার বলেন, চাঁদাবাজ, অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী, মাদককারবারি, অনলাইন জুয়া এবং প্রতারণার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর অভিযান অব্যাহত। ছিনতাই এবং যে-কোনো ধরনের চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে আমাদের জিরো টলারেন্স। অপরাধী যেই হোক, তার কোনো রাজনৈতিক বা সামাজিক পরিচয় বিবেচনা করা হবে না। তিনি বলেন, ঢাকা মহানগরীতে প্রায় ৩ কোটি মানুষের বসবাস। এই নগরীতে ছিনতাই, মাদক, মাদকের বিস্তার, চাঁদাবাজ, কিশোর গ্যাংয়ের উৎপাত, অনলাইন জুয়া, সাইবার প্রতারণা, হ্যাকিংয়ের মতো অপরাধের বিরুদ্ধে গত ১ মে থেকে ডিএমপি বিশেষ অভিযান শুরু করেছে। গণমাধ্যম সমাজের দর্পণ উল্লেখ করে ডিএমপি কমিশনার বলেন, একটি নিরাপদ, অপরাধমুক্ত এবং শান্তিময় রাজধানী গড়ে তোলার লক্ষ্যে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ অহর্নিশ কাজ করে যাচ্ছে। আর আমাদের এই যাত্রায় আপনারা, অর্থাৎ সাংবাদিক সমাজ সবসময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সহযোগী ভূমিকা পালন করছেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০৫.২০২৬ রিহাব)

হাসপাতালের খাবার মুখে নিয়েই ফেলে দিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী

খুলনা সদর হাসপাতাল হঠাৎ পরিদর্শন করেছেন, স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন। বুধবার (২০ মে) সকাল আনুমানিক সাড়ে দশটায় তাৎক্ষণিক খুলনা সদর হাসপাতালে আসেন তিনি। এসময় রোগীদের খোঁজ-খবর নেন। এসময় রোগীদের সঙ্গে কথা বলে র্যাবিস ভ্যাকসিন নিয়ে হয়রানির অভিযোগ এবং টাকা দিয়ে ভ্যাকসিন কেনার ঘটনা হাতেনাতে ধরে হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক গাজী রফিকুল ইসলামকে ধমকান স্বাস্থ্যমন্ত্রী। মন্ত্রী জানতে চান, কেন এই পরিস্থিতি। জবাবে তত্ত্বাবধায়ক বলেন, সরবরাহ না থাকার কারণে সমস্যা তৈরি হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ঢাকায় ফোন করে জানতে পারেন ভ্যাকসিন আনার জন্য কোনো ধরনের যোগাযোগ করেননি তত্ত্বাবধায়ক। এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ মন্ত্রী দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানান সাংবাদিকদের। অন্যদিকে, হাসপাতালের খাবার ঘর পরিদর্শনে গিয়ে হাসপাতালের রান্নাঘরে রোগীদের জন্য তৈরি করা কুমড়োর সবজি মুখে দিয়ে ফেলে দেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, এ ধরনের তরকারি আপনাদের বাসায় রান্না হলে কি খেতেন? এসময় সুপারিন্টেনডেন্টকে ভালো মানের তরকারি সরবরাহের নির্দেশ দেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। এ পরিদর্শনের সময় খুলনা সিটি করপোরেশনের প্রশাসক নজরুল ইসলাম মঞ্জু ও জেলা প্রশাসক হুরে জান্নাতসহ আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০৫.২০২৬ রিহাব)

বিদ্যুতের দাম বাড়লে আন্তর্জাতিক বাজারে শিল্পখাত প্রতিযোগিতা হারাবে

বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালক মো. জামাল উদ্দিন মিয়া বলেছেন, এই মুহূর্তে মূল্যহার পরিবর্তন মরার উপর খাঁড়ার ঘা'র মতো অবস্থা হবে। সুতরাং আমি বলবো, বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি এই চিন্তা থেকে সরে আসতে হবে। বুধবার (২০ মে) দুপুরে রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনে বিদ্যুতের মূল্যহার পরিবর্তনে বিইআরসি কর্তৃক গণশুনানিতে অংশ নিয়ে সংগঠনের পক্ষে তিনি বলেন, আমাদের বর্তমানে আমরা যে কম্পিটিটিভনেসটা হারাচ্ছি, যদি এই মূল্য আবার বৃদ্ধি করা হয়, তাহলে আন্তর্জাতিক বাজারে আমরা যারা শিল্পখাতে আছি, আমরা প্রতিযোগিতা হারাবো। তিনি বলেন, আমাদের বর্তমানে এক্সপোর্টের যে নিম্নগতি, বিগত কয়েক মাস যাবৎই আমাদের এক্সপোর্ট কমে যাচ্ছে। এক সময় আমরা এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় অবস্থানে ছিলাম। এটা কিন্তু আস্তে আস্তে নিচের দিকে যাচ্ছে। চায়নার পরে বাংলাদেশ ছিল, এটা কিন্তু আমরা হারিয়ে ফেলবো। আমি বলবো যে, কোনো অবস্থাতেই মূল্যহার বাড়ানোর কোনো সুযোগ নেই। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০৫.২০২৬ রিহাব)

আওয়ামী লীগ ব্যাক করেনি, তারা ছিলই : আসিফ নজরুল

অন্তর্বর্তী সরকারের আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল বলেছেন, "আওয়ামী লীগ ব্যাক করেনি। তারা ছিলই। ব্যাক করেছে তাদের দম্ভ, মিথ্যাচার আর মানুষকে বিভ্রান্ত করার দুঃসাহস।" বুধবার (২০ মে) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এক পোস্টে তিনি এ কথা বলেন। এর আগে, কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ফিরে আসা নিয়ে মঙ্গলবার (১৯ মে) অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক উপদেষ্টা মাহফুজ আলম ফেসবুকে পোস্ট দেন। দীর্ঘ এক পোস্টে মাহফুজ লেখেন, "আওয়ামী লীগ ব্যাক করেছে, দেখো নাই? লীগ রাজনৈতিক দলের আগে একটা ধর্মতত্ত্ব, সে ধর্মতত্ত্বে ইমান আবার ফেরত এসেছে। কীভাবে ফিরলো, সে গল্পই বলবো আজ।" তিনি লিখেছেন, "লীগ সেদিনই ব্যাক করেছে, যেদিন ২৪-কে ৭১-এর বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছিল স্বাধীনতার বিরুদ্ধের শক্তি। লীগ সেদিনই ব্যাক করেছে, যেদিন থেকে ডানপন্থিদের উত্থানের জন্য অন্তরিন সরকারের লোকজন কাজ করা শুরু করেছে, লীগ সেদিনই ব্যাক করেছে। যেদিন আইনের শাসনের বদলে মবের শাসনে আনন্দ পেয়েছিল গত ১৭ বছরের মজলুমগণ।" মাহফুজ লিখেছেন, "লীগ সেদিনই ব্যাক করেছিল, যেদিন থেকে উগ্রবাদীরা মাজারে হামলা করেছে, মসজিদ থেকে ভিন্নমতাবলম্বীদের বের করে দিয়েছে। লীগ সেদিনই ব্যাক করেছে, যেদিন হিন্দুদের ওপর নিপীড়ন নিয়ে মজলুমগণ চুপ ছিল। লীগ সেদিনই ব্যাক করেছে, যেদিন সেক্যুলার মূল্যবোধে বিশ্বাসী মানুষজন এ দেশে সরকার প্রযোজিত ডানপন্থার উত্থানে ভয় পেয়েছিল। লীগ সেদিনই ব্যাক করেছে, যেদিন মবস্টারদের এ দেশে হিরো বানানো হয়েছিল। উগ্রবাদীর সেফ স্পেইস দেওয়া হইসিল।" (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০৫.২০২৬ রিহাব)

শিক্ষামন্ত্রীর এপিএস পদ হারানোর পর ওমর ফারুকের নতুন পদায়নও বাতিল

শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলনের সহকারী একান্ত সচিবের (এপিএস) পদ হারানোর পর, এবার আলোচিত তথ্য ক্যাডারের কর্মকর্তা মোহাম্মদ ওমর ফারুক দেওয়ানের নতুন পদায়নও বাতিল হয়েছে। গত ১৪ মে তাকে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে পরিচালক (প্রশাসন) পদে পদায়ন করে জারি করা প্রজ্ঞাপন বাতিল করা হয়েছে। মঙ্গলবার (১৯ মে) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এ প্রজ্ঞাপন বাতিল করে। মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব মোহাম্মদ নূর-এ-আলমের সই করা প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র উপ-প্রধান তথ্য কর্মকর্তা মোহাম্মদ ওমর ফারুক দেওয়ানকে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে পরিচালক (প্রশাসন) হিসেবে প্রেষণে নিয়োগের আদেশটি বাতিল করা হলো। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে। জানা যায়, মোহাম্মদ ওমর ফারুক দেওয়ান তথ্য ক্যাডারের কর্মকর্তা। ২০০১-২০০৬ সালে তৎকালীন চার দলীয় জোট সরকারের আমলে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলনের জনসংযোগ কর্মকর্তা ছিলেন। আওয়ামী লীগের আমলেও বিভিন্ন মন্ত্রীর সঙ্গে কাজ করেন, ছিলেন সুবিধাভোগীও। চলতি বছর বিএনপি সরকার গঠন করলে ফের এহছানুল হক মিলনের ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন ওমর ফারুক দেওয়ান। মিলন শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী হওয়ার পর তাকে সহকারী একান্ত সচিব (এপিএস) পদে নিয়োগ দেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০৫.২০২৬ রিহাব)

সেনা কর্মকর্তা তানজিম হত্যা মামলায় ৪ আসামির মৃত্যুদণ্ড

কক্সবাজারের চকরিয়ায় সেনা কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট তানজিম সারোয়ার নির্জন হত্যা মামলায় চার আসামিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একইসঙ্গে পাঁচজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, চারজনকে ১০ বছর করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। খালাস পেয়েছেন পাঁচজন। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্তদের অর্থদণ্ডও দেওয়া হয়েছে। অনাদায়ে আরও এক বছর করে কারাদণ্ড দেন আদালত। বুধবার (২০ মে) দুপুরে কক্সবাজারের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ (পঞ্চম) আদালতের বিচারক মোহাম্মদ আবুল মনসুর সিদ্দিকী বহুল আলোচিত এ মামলার রায় ঘোষণা করেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০৫.২০২৬ রিহাব)

খুমেক হাসপাতালে আগুন; স্থানান্তরের সময় আইসিইউ রোগীর মৃত্যু

খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় হাসপাতালের এক নম্বর আইসিইউতে থাকা ১৫ রোগীকে দ্রুত অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়। এসময় একজন রোগীর মৃত্যু হয়। তবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আরেকজন রোগী আগুন লাগার আগে ভোর ৫টার দিকে মারা গিয়েছিলেন। বুধবার (২০ মে) ভোর সাড়ে ৫টার দিকে খুমেক হাসপাতালের চারতলা ভবনের তৃতীয় তলায় পুরাতন আইসিইউ ইউনিটের পাশের একটি স্টোররুমে আগুনের সূত্রপাত হয়। পরে তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। আগুন নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের ১০টি ইউনিট কাজ শুরু করে এবং প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় হাসপাতালের এক নম্বর আইসিইউতে থাকা ১৫ জন রোগীকে দ্রুত অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়। এসময় একজন রোগীর মৃত্যু হয়। অন্যদিকে আগুন থেকে বাঁচতে গিয়ে দুইজন নার্সসহ পাঁচজন আহত হন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০৫.২০২৬ রিহাব)

যোগদানের আগে ফের পরীক্ষায় বসতে হবে প্রাথমিকের সুপারিশপ্রাপ্ত শিক্ষকদের

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ হয়ে সুপারিশপ্রাপ্তদের আবারও পরীক্ষায় বসতে হবে। এজন্য একটি মূল্যায়ন পদ্ধতি ঠিক করেছে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমিক (নেপ)। এ পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হবে, তারাই কেবল যোগদানের সুযোগ পাবেন। নেপ সূত্র জানিয়েছে, সুপারিশপ্রাপ্ত শিক্ষকদের

প্রশিক্ষণ, মূল্যায়ন মডিউল তৈরি করা হচ্ছে। এটি তৈরির কাজ প্রায় শেষ। এখন তারা এ মডিউল প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দেবেন। পরবর্তীতে মন্ত্রণালয়ে সভা করে প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন মডিউল চূড়ান্ত করা হবে। নেপের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, পিটিআই-এর মাধ্যমে সুপারিশপ্রাপ্ত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ হবে। পিটিআই-এর প্রশিক্ষণ ১০ মাসের হলেও এ প্রশিক্ষণ দুই থেকে তিন মাস হবে, এরপর মূল্যায়ন হবে। মূল্যায়নের ফলাফল অনুযায়ী, প্রার্থীদের যোগদানের সিদ্ধান্ত নেবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। নেপের একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করে বলেন, সুপারিশপ্রাপ্ত ১৪ হাজারের বেশি সহকারী শিক্ষকদের মূল্যায়ন দুই ধাপে হবে। এক ধাপ প্রশিক্ষণ চলাকালীন। অর্থাৎ পিটিআইতে প্রশিক্ষণ চলাকালীন পিটিআই কর্তৃপক্ষ তাদের মূল্যায়ন করবে। প্রশিক্ষণের শেষ দিকে অথবা প্রশিক্ষণ শেষে নেপ একটি প্রশ্নপত্র তৈরি করবে। সেই প্রশ্নের আলোকে প্রার্থীদের পরীক্ষা দিতে হবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০৫.২০২৬ রিহাব)

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সেপটিক ট্যাংকে নেমে চারজনের মৃত্যু

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল উপজেলায় নির্মাণাধীন একটি ভবনের সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার করতে নেমে চারজনের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার (২০ মে) বিকেল সোয়া ৪টার দিকে উপজেলার কালিকচ্ছ ইউনিয়নের গলানিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটেছে বলে নিশ্চিত করেন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মনজুর কাদের। ওসি জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে রওয়ানা হয়েছেন। বিস্তারিত পরে জানানো হবে। সরাইল ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন লিডার রিয়াজ মোহাম্মদ জানান, খবব পেয়ে মরদেহ উদ্ধারে কাজ শুরু করেছে সরাইল দমকল বাহিনীর সদস্যরা। ধারণা করা হচ্ছে, সেপটিক ট্যাংকে গ্যাস জমে এ ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। তবে তদন্ত ছাড়া কিছু এখনই বলা যাচ্ছে না। মরদেহ উদ্ধারের পর পরিচয় শনাক্ত করা হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০৫.২০২৬ রিহাব)

১৯ দিনে এলো ৩০ হাজার ২৯৩ কোটি টাকার প্রবাসী আয়

চলতি (মে মাস) মাসের প্রথম ১৯ দিনেই দেশে প্রায় আড়াই বিলিয়ন ডলারের বেশি (২৪৮ কোটি ৩০ লাখ ডলার) রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন বিভিন্ন দেশে বসবাসরত প্রবাসীরা বাংলাদেশিরা। বাংলাদেশি মুদ্রায় (প্রতি ডলার ১২২ টাকা দরে) যার পরিমাণ প্রায় ৩০ হাজার ২৯৩ কোটি টাকা। এ সময়ে দৈনিক গড়ে রেমিট্যান্স এসেছে ১৩ কোটি ডলারের বেশি। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, গত বছরের একই সময়ে দেশে রেমিট্যান্স এসেছিল ১৭৯ কোটি ৩০ লাখ ডলার। চলতি মাসের প্রথম ১৯ দিনে এসেছে ১৪৮ কোটি ৩০ লাখ ডলার। সে তুলনায় এবার প্রবাহ উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। আসন্ন ঈদুল আজহা সামনে রেখে প্রবাসী বাংলাদেশিরা আরও রেমিট্যান্স পাঠাবেন বলে জানান তিনি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০৫.২০২৬ রিহাব)

এসএসসি পরীক্ষা শেষে গড়াই নদে গোসলে নেমে দুই বন্ধুর মৃত্যু

কুষ্টিয়ায় এসএসসি পরীক্ষা শেষে গড়াই নদে গোসল করতে নেমে দুই বন্ধুর মৃত্যু হয়েছে। বুধবার (২০ মে) বিকেলে হাটশ হরিপুর ইউনিয়নের হরিপুর ব্রিজ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত দুইজনই বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী ছিল। নিহতরা হলো- হরিপুর এলাকার সাইফুল ইসলামের ছেলে অপূর্ব ইফতি তাইফ (১৮) এবং নুরুল ইসলামের ছেলে সাকিবুল ইসলাম (১৯)। স্থানীয় ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, তাইফ দি ওল্ড কুষ্টিয়া হাইস্কুল এবং সাকিবুল কুষ্টিয়া জেলা স্কুল থেকে এবার এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল। আজ বুধবার ব্যবহারিক বাদে তাদের শেষ পরীক্ষা ছিল। পরীক্ষা শেষে দুই বন্ধু মিলে গড়াই নদে গোসল করতে নামে। তবে তাদের কেউই সাঁতার জানতেন না।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০৫.২০২৬ রিহাব)

হাম ও হামের উপসর্গে প্রাণ গেল আরও ৬ শিশুর

সারা দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে ছয়জন মারা গেছে। তাদের মধ্যে তিনজন হামে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে বলে নিশ্চিত করেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। বাকি তিনজনের মৃত্যু হয়েছে হামের উপসর্গ নিয়ে। বুধবার (২০ মে) বিকেলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে এ তথ্য জানানো হয়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, গত ১৫ মার্চের পর থেকে এ পর্যন্ত হামে ৮০ জনের মৃত্যু হয়েছে। একই সময়ে সন্দেহভাজন হামজনিত মৃত্যুর সংখ্যা ৪০১ জন। ১৫ মার্চের পর থেকে এ পর্যন্ত নিশ্চিত হামে আক্রান্ত হয়েছেন ৮ হাজার ৬৭ জন। একই সময়ে সন্দেহভাজন হামে আক্রান্তের সংখ্যা ৫৭ হাজার ৮৫৬ জন। এখন পর্যন্ত হাম সন্দেহে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ৪৫ হাজার ১২৮ জন এবং সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন ৪১ হাজার ১২০ জন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০৫.২০২৬ রিহাব)

অর্থনৈতিক সংকটের ধাক্কা রাজস্ব আদায়ে, ১০ মাসে ঘাটতি ১.০৪ লাখ কোটি টাকা

নানামুখী অর্থনৈতিক সংকটে ব্যবসা পরিচালনার দৈনন্দিন ব্যয় মেটাতেই হিমশিম খাচ্ছেন উদ্যোক্তারা। উচ্চ মূল্যস্ফীতিতে ভোক্তার কেনাকাটা কমেছে, যার ফলে ধীরগতি দেখা যাচ্ছে সরকারের রাজস্ব আহরণেও। চলতি অর্থবছরের তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারি-এপ্রিল) সরকারের রাজস্ব ঘাটতি ১ লাখ ৪ হাজার ৫৩৩ কোটি ১১ লাখ টাকা ছাড়িয়েছে। বুধবার (২০ মে) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের হালনাগাদ প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানানো হয়। আলোচ্য সময়ে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪ লাখ ৩১ হাজার ৪২১ কোটি ২৭ লাখ টাকা। আয়কর, মূসক ও শুল্ক মিলিয়ে আদায়

হয়েছে ৩ লাখ ২৬ হাজার ৯২৮ কোটি ১৬ লাখ টাকা। সব মিলিয়ে চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম ১০ মাসে লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ১ লাখ ৪ হাজার কোটি টাকার বেশি ঘাটতি রয়েছে এনবিআরের রাজস্ব আদায়ে। তবে রাজস্ব ঘাটতি হলেও, রাজস্ব আদায়ে প্রবৃদ্ধি ১০ দশমিক ৬০ শতাংশ। গত অর্থবছরের একই সময়ে রাজস্ব আদায় হয়েছিল ২ লাখ ৯৫ হাজার ২০০ কোটি টাকার। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০৫.২০২৬ রিহাব)

বিদ্যুতের দাম ২১ শতাংশ বাড়ানোর প্রস্তাব পিডিবির

পাইকারি পর্যায়ে বিদ্যুতের দাম ২১ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি)। বুধবার (২০ মে) রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে আয়োজিত গণশুনানিতে এ প্রস্তাব দেয় সংস্থাটি। শুনানিতে চলতি অর্থবছরে ৬২ হাজার কোটি টাকা ও আগামী অর্থবছরে ৬৫ হাজার কোটি টাকার সম্ভাব্য ঘাটতির কথা তুলে ধরেন সংস্থাটির প্রধান প্রকৌশলী মো. রেজাউল করিম। তিনি বলেন, দাম না বাড়ালে মারাত্মক ঝুঁকিতে পড়বে বিদ্যুৎ খাত। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০৫.২০২৬ রিহাব)

বড়ো অঘটনের পরিকল্পনা, নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের তিনজন গ্রেফতার

রাজধানীর তুরাগ থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশ জানায়, আইন-শৃঙ্খলা বিনষ্ট করতে এবং বড়ো ধরনের অঘটন ঘটানোর উদ্দেশ্য ছিল তাদের। গ্রেফতাররা হলেন- ছাত্রলীগের সাবেক কেন্দ্রীয় নির্বাহী সংসদের সহ-সভাপতি শিপন সেওজাল (৪৩), ছাত্রলীগ কর্মী মিজানুর রহমান ওরফে নিহাজ খান (৩৭) ও রায়হান আলী (২৪)। এসময় তাদের কাছ থেকে দুটি ব্যানার উদ্ধার করা হয়। বুধবার (২০ মে) তুরাগ থানাধীন ১৫ নম্বর সেক্টর এলাকা থেকে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়। তুরাগ থানার বরাতে, ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার এন এম নাসিরুদ্দিন জানান, বুধবার ভোরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তুরাগ থানাধীন ১৫ নম্বর সেক্টর এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে তুরাগ থানার একটি টিম। অভিযানে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনের দুটি ব্যানারসহ তাদের গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারদের বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন থানায় একাধিক মামলা রয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০৫.২০২৬ রিহাব)

ঢাকায় রিকশা চালালেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত

আমেরিকার স্বাধীনতার ২৫০তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে ঢাকায় মার্কিন দূতাবাস। এ উপলক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা খচিত লাল, সাদা ও নীল রঙে সাজানো ৫০টি রিকশা চালু করা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতাকে সম্মান জানাতে এবং একইসঙ্গে বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্রের শক্তিশালী দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে তুলে ধরতে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি. ক্রিস্টেনসেন নিজে এমন একটি রিকশা চালানোর ছবি এক্সে (সাবেক টুইটার) পোস্ট করেছেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০৫.২০২৬ রিহাব)

শিশু রামিসা হত্যার বিচার চাইলেন জামায়াত আমির

রাজধানীর পল্লবীতে সাত বছর বয়সি শিশু রামিসা আক্তারকে নৃশংসভাবে হত্যার ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও জড়িতদের শাস্তি চেয়েছেন বিরোধীদলীয় নেতা ও জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। বুধবার (২০ মে) সকালে তিনি ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে এ হত্যাকাণ্ডের নিন্দা জানান। জামায়াত আমির লেখেন, ‘প্রিয় সোনামণি রামিসা, তোমার কাছে মানবতা লজ্জিত। তুমি নিষ্পাপ ছিলে। তুমি এখনো বৃন্ত থেকে পুরোপুরি ফোটনি। তুমি ছিলে তোমার মা-বাবা ও বোনের চোখ জুড়ানো হৃদয়ের আবেগ ও ভালোবাসা মাখা ভবিষ্যতের এক অপূরণীয় স্বপ্ন। তুমি চলে গেছ- তোমার চলে যাওয়াটা হায়েনার লালসার কাছে হার মানেনি। ওই হায়েনাটাই চিরদিন লানতের পাত্র হয়ে থাকবে।’ তিনি আরও লেখেন, ‘আমরা এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিচার এবং এই নরপশু হত্যাকারীর শাস্তি অতি দ্রুত দেখতে চাই। আল্লাহ তা'আলা রামিসাকে জান্নাতের পাখি হিসেবে কবুল করুন। তার পিতা-মাতা, বোন এবং আপনজনকে ধৈর্য ধরার তাওফিক দিন। আমিন।’ (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০৫.২০২৬ রিহাব)

জিয়াউর রহমানের জন্মস্থান হওয়ায় বগুড়াকে উন্নয়ন বঞ্চিত করা হয়েছে

গত ১৯ বছরে বগুড়ায় কোনো উন্নয়ন হয়নি বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম। তিনি বলেন, শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের জন্মস্থান হওয়ায়, জেলাটিকে উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। বুধবার (২০ মে) দুপুরে শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার কবরে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান সদ্য ঘোষিত বগুড়া সিটি করপোরেশনের প্রশাসক এম আর ইসলাম স্বাধীন। বগুড়ার উন্নয়ন নিয়ে নানা পরিকল্পনার কথা তুলে ধরে স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী বলেন, বগুড়ায় একটি আধুনিক বিমানবন্দর নির্মাণের কাজ এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে। সেখানে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর ঘাঁটি ও পাইলট প্রশিক্ষণকেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। বগুড়া ও আশপাশের জেলার তরুণ-তরুণীরা এ প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশ-বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০৫.২০২৬ রিহাব)

হাতিরঝিলে ১ কেজি ২০০ গ্রাম হেরোইনসহ গ্রেফতার এক ব্যক্তির যাবজ্জীবন

রাজধানীর হাতিরঝিল এলাকায় বিপুল পরিমাণ হেরোইনসহ গ্রেফতার হওয়া মো. উজ্জ্বল আলীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একইসঙ্গে তাকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে দুই মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। বুধবার (২০ মে) ঢাকার মহানগর দায়রা জজ আদালত এ রায় ঘোষণা করেন। ঢাকার মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ সাব্বির ফয়েজ রায় ঘোষণা করেন। সংশ্লিষ্ট আদালতের বেঞ্চ সহকারী রিয়াজ হোসেন জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, মামলাটি দ্রুত নিষ্পত্তি করা হয়েছে। রায় ঘোষণার পর সাজা পরোয়ানামূলে আসামিকে আদালতের নির্দেশে কঠোর নিরাপত্তায় কারাগারে পাঠানো হয়। মামলার নথি অনুযায়ী, ২০২৫ সালের ২ সেপ্টেম্বর ভোর ৪টা ২০ মিনিটে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) ডিবি মতিঝিল বিভাগের একটি বিশেষ দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে হাতিরঝিল থানাধীন মধুবাগ এলাকার 'তিশা কুঠির' ভবনে অভিযান চালায়। অভিযানে ভবনের দ্বিতীয় তলা থেকে ভাড়াটিয়া মো. উজ্জল আলীকে আটক করা হয়। পুলিশের তল্লাশিতে তার হেফাজত থেকে ১২টি স্বচ্ছ পলিপ্যাকে রাখা ১ কেজি ২০০ গ্রাম হেরোইন এবং আরও ৩টি পলিপ্যাকে থাকা ১ হাজার ৫০০ গ্রাম হেরোইন সদৃশ পাউডার উদ্ধার করা হয়। জব্দ তালিকা অনুযায়ী, উদ্ধারকৃত মাদকের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ১ কোটি ২০ লাখ টাকা। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০৫.২০২৬ রিহাব)

ঈদের ৩ দিন আগে-পরে ট্রাক, কাভার্ডভ্যান ও লরী চলাচল বন্ধ রাখার নির্দেশ

ঈদের আগের তিনদিন ও পরবর্তী তিনদিন অর্থাৎ আগামী ২৫ থেকে ৩১ মে পর্যন্ত মহাসড়কে ট্রাক, কাভার্ডভ্যান ও লরী চলাচল বন্ধ রাখার নির্দেশনা দিয়েছেন বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ মালিক সমিতির মহাসচিব সাইফুল আলম। বুধবার (২০ মে) বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ মালিক সমিতির অন্তর্ভুক্ত সব ট্রাক, কাভার্ডভ্যান, ট্যাংক লরী মালিক সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে দেওয়া এক চিঠিতে এই নির্দেশনা দেওয়া হয়। ওই চিঠিতে বলা হয়, আসন্ন পবিত্র ঈদুল আজহা উদ্যাপন উপলক্ষ্যে সড়কপথে যাত্রী সাধারণের যাতায়াত নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন করার নিমিত্তে ১১ মে সড়ক পরিবহণ, সেতু, রেল ও নৌপরিবহণ মন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি সভা হয়। ওই সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ঈদের আগের ৩দিন ও পরবর্তী ৩ দিন পর্যন্ত মহাসড়কে ট্রাক, কাভার্ডভ্যান ও লরি চলাচল বন্ধ রাখতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার দুপাশে পার্কিং করা যাবে না। তবে পশুবাহী যানবাহন, নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য-দ্রব্য, পচনশীল দ্রব্য, গার্মেন্টস সামগ্রী, সার এবং জ্বালানি বহনকারী যানবাহনসমূহ এর আওতামুক্ত থাকবে। পণ্য ও পশুবাহী যানবাহনে বিশেষ করে ফিরতি যানবাহনে যাত্রী বহন না করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এমতাবস্থায়, ঈদের আগের ৩ দিন ও পরবর্তী ৩ দিন যাতে আপনাদের সমিতিভুক্ত কোনো ট্রাক, কাভার্ডভ্যান ও লরী মহাসড়কে চলাচল না করে এবং পণ্য ও পশুবাহী যানবাহনে বিশেষ করে ফিরতি যানবাহনে যাত্রী বহন করা না হয়, সে ব্যাপারে কঠোর দৃষ্টি রাখাসহ প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা গ্রহণ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০৫.২০২৬ রিহাব)

রামিসা হত্যা মামলা; আদালতে দোষ স্বীকার করে প্রধান আসামির জবানবন্দি

রাজধানীর পল্লবীতে সাত বছরের শিশু রামিসা আক্তার হত্যা মামলার প্রধান আসামি মো. সোহেল রানা আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন। বুধবার (২০ মে) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আমিনুল ইসলাম জুনাইদের আদালতে তার জবানবন্দি রেকর্ড করা হয়। আদালত সূত্রে জানা গেছে, মামলার তদন্ত কর্মকর্তা পল্লবী থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) অহিদুজ্জামান আসামিকে আদালতে হাজির করে জানান, সোহেল রানা স্বেচ্ছায় জবানবন্দি দিতে সম্মত হয়েছেন। পরে আদালত তার বক্তব্য গ্রহণ করে আইন অনুযায়ী স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি রেকর্ড করেন। মামলার নথি অনুযায়ী, ১৯ মে পল্লবী থানাধীন মিরপুর-১১ এলাকার একটি বহুতল ভবনে এ ঘটনা ঘটে। রামিসা আক্তার স্থানীয় একটি স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল। সে পরিবারের সঙ্গে একই ভবনে বসবাস করত।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০৫.২০২৬ রিহাব)

রেডিও টুডে

শুধু পদ্মা ব্যারেজ নয়, তিস্তা ব্যারেজও করবে বিএনপি সরকার : প্রধানমন্ত্রী

শুধু পদ্মা ব্যারেজ নয়, এর পাশাপাশি তিস্তা ব্যারেজেরও কাজ শুরু করবে বিএনপি সরকার। তিনি বলেন, অনেকেই বড়ো বড়ো কথা বললেও বিএনপি জনগণকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কাজ করছে। বুধবার বিকেলে গাজীপুরে এক সুধী সমাবেশে যোগ দিয়ে এ ঘোষণা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। এর আগে, বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় ও দেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী করতে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের হাত ধরে যাত্রা শুরু হয় বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান 'জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট'-এর। দিনব্যাপী গাজীপুর সফরের অংশ হিসেবে বুধবার দুপুরে টঙ্গীর সাতাইশে এই বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের উদ্বোধন শেষে প্রধানমন্ত্রী ইনস্টিটিউট আঙিনায় একটি তাল গাছের চারা রোপণ করেন এবং পুকুরে মাছের পোনা অবমুক্ত করেন। পরে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে সুধী সমাবেশে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সীমান্তের ওপারে ব্যারেজ নির্মাণের ফলে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে শুষ্ক মৌসুমে পানি সংকট দেখা দিচ্ছে। দেশের মানুষ যেন

পানি পায়, সেজন্য আমরা পদ্মা নদীতে ব্যারেজ নির্মাণ করবো। ফারাক্কা বাঁধের ফলে সমুদ্রের পানি ঢুকে উপকূলের লবণাক্ততা বাড়ছে। এই সংকট লাঘবে বিএনপি সরকার পদ্মা ব্যারেজ ও তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে এবং পদ্মা ব্যারেজের পাশাপাশি, তিস্তা ব্যারেজেরও কাজ শুরু করবে বলে প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। সরকারপ্রধান বলেন, বড়ো বড়ো কথা নয়, কাজ যদি কেউ করে থাকে, বিএনপি করেছে। অনেকেই বড়ো বড়ো কথা বললেও, বিএনপির সরকার জনগণের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কাজ করছে।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২০.০৫.২০২৬ আসাদ)

পাকিস্তানকে হোয়াইটওয়াশ করায় বাংলাদেশ দলকে অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রীর

প্রথমবারের মতো দেশের মাটিতে পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ জেতায় বাংলাদেশ ক্রিকেট দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। আজ বুধবার সিলেটে দ্বিতীয় টেস্টে পাকিস্তানকে ৭৮ রানে হারায় টাইগাররা। এর আগে, মিরপুরে প্রথম টেস্টে ১০৪ রানে জিতেছিল বাংলাদেশ। ২-০ ব্যবধানে সিরিজ জেতার পাশাপাশি পাকিস্তানকে হোয়াইটওয়াশ করলো বাংলাদেশ ক্রিকেট দল। এই জয়ে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকায় ভারতকে পেছনে ফেলে পঞ্চম স্থানে উঠে এলো বাংলাদেশ। বাংলাদেশের অর্জন ৫৮.৩৩ শতাংশ পয়েন্ট। ৪৮.১৫ শতাংশ পয়েন্ট নিয়ে ছয়ে ভারত। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাংলাদেশের এমন সাফল্য অব্যাহত থাকবে এবং এই অর্জন তরুণ প্রজন্মকে খেলাধুলার প্রতি আরও অনুপ্রাণিত করবে বলে মনে করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। প্রধানমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন, দলীয় ঐক্য, শৃঙ্খলা ও আত্মবিশ্বাস ধরে রেখে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল ভবিষ্যতে বিশ্বমঞ্চে আরও এগিয়ে যাবে। তিনি খেলোয়াড়, কোচিং স্টাফ ও সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানান।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২০.০৫.২০২৬ আসাদ)

দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখছে আনসার বাহিনী : প্রধানমন্ত্রী

দেশপ্রেমের মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে আনসার-ভিডিপির গর্বিত সদস্যদের হাত ধরে বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রাম আর্থসামাজিক উন্নয়নের কেন্দ্রে পরিণত হবে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন। তিনি বলেন, বৈষম্যমুক্ত ও ন্যায়ভিত্তিক নিরাপদ সমাজ বিনির্মাণে বাহিনীর ৬০ লাখ সদস্যের সাহস ও নিষ্ঠা হোক আগামী দিনের পাথেয়। বুধবার বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৪৬তম জাতীয় সমাবেশ-২০২৬ উদ্যাপন উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার দেওয়া এক বাণীতে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৪৬তম জাতীয় সমাবেশ-২০২৬ উদ্যাপিত হচ্ছে। এই শুভলগ্নে প্রধানমন্ত্রী এই বাহিনীর সব পর্যায়ের কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং তৃণমূলের অকুতোভয় আনসার-ভিডিপি সদস্য-সদস্যাদের আন্তরিক অভিনন্দন ও প্রাণঢালা শুভেচ্ছা জানান। মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী এই বাহিনীর ৬৭০ জন শহিদের প্রতি তিনি বিনম্র শ্রদ্ধা জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের যে-কোনো প্রয়োজনে এই বাহিনীর সদস্যদের সময়োপযোগী ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। ফেব্রুয়ারি মাসে সারা দেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছে। তাদের দায়িত্বশীল ভূমিকার জন্য তিনি এই বাহিনীর সর্বস্তরের প্রতিটি সদস্যকে আবারও অভিনন্দন জানান।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২০.০৫.২০২৬ আসাদ)

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় বিলুপ্ত, সব কর্মকর্তাকে আইন মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত

কার্যক্রম বাতিল হওয়া বহুল আলোচিত সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় থেকে এবার ১৫ বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে সরিয়ে নিল সরকার। সিনিয়র সচিবসহ ১৫ কর্মকর্তাকে আইন মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত করে গতকাল প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, এসব কর্মকর্তার বদলির আদেশ গত ১০ এপ্রিল থেকে ভূতাপেক্ষভাবে কার্যকর হয়েছে বলে গণ্য করা হলো। মাসদার হোসেন মামলায় আপিল বিভাগের দেওয়া রায়ের নির্দেশনা অনুযায়ী, বিচার বিভাগকে সত্যিকারে স্বাধীন করতে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক করে আলাদা সচিবালয় প্রতিষ্ঠার জন্য অধ্যাদেশ জারি করে অন্তর্বর্তী সরকার। সে অনুযায়ী, গত বছরের ১১ ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম উদ্বোধন করেন তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ডক্টর সৈয়দ রেফাত আহমেদ। এরপর নিয়োগ দেওয়া হয় এসব কর্মকর্তাদের। কিন্তু নতুন সরকার আসার পর গত ৯ এপ্রিল সংসদে সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় বিল রোহিত হওয়ার পর থেকে এই সচিবালয়ের আর কোনো আইনি বৈধতা ছিল না। প্রজ্ঞাপনে কর্মকর্তাদের বদলির আদেশও তার পরদিন ১০ এপ্রিল থেকে কার্যকর দেখানো হয়েছে। এদিকে, সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদের সংশোধনী অবৈধ ঘোষণা করে দেওয়া এক রায়ে সম্প্রতি হাইকোর্ট সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে, আগামী তিন মাসের মধ্যে বিচার বিভাগের জন্য পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করার। তবে এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার কথা জানিয়েছেন অ্যাটর্নি জেনারেল। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২০.০৫.২০২৬ আসাদ)

হাম ও উপসর্গে একদিনে আরও ৬ মৃত্যু

দেশজুড়ে গত ২৪ ঘণ্টায় হাম ও এর উপসর্গে আরও ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। পাশাপাশি এই সময়ে নতুন করে ১ হাজার ৪০৮ জনের শরীরে হাম ও এর উপসর্গ পাওয়া গেছে। বুধবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানিয়েছে, গত একদিনে হামের উপসর্গ নিয়ে ঢাকা, সিলেট ও খুলনা বিভাগে একজন করে মোট ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। পাশাপাশি এই সময়ে হামে আক্রান্ত হয়ে বরিশাল বিভাগে ২ জন এবং ঢাকা বিভাগে

আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। সব মিলিয়ে গত ১৫ মার্চ থেকে বুধবার পর্যন্ত সারা দেশে হাম ও উপসর্গে মোট ৪৮১ জনের মৃত্যু হয়েছে।(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২০.০৫.২০২৬ আসাদ)

পে-স্কেল 'চূড়ান্ত হচ্ছে' কাল, বাস্তবায়ন কমিটি জরুরি বৈঠক

আগামী অর্থবছরের শুরুতে, আগামী ১ জুলাই থেকেই নবম জাতীয় পে-স্কেল বাস্তবায়ন হবে বলে জানিয়েছেন অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নির্দেশনায় মন্ত্রিপরিষদ সচিব নাসিমুল গনির নেতৃত্বাধীন পুনর্গঠিত কমিটি আবার বৈঠক ডেকেছে। কমিটির সুপারিশ চূড়ান্তের পর তা দ্রুত প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পাঠানো হবে বলে অর্থ বিভাগ সূত্রে জানা গেছে। তবে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সুপারিশ অনুমোদনের পর জানা যাবে। এদিকে, এ বৈঠক থেকেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসতে পারে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। জানা যায়, আসন্ন জাতীয় বাজেটে ৩০ হাজার কোটি টাকার বেশি বরাদ্দ রাখার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, প্রথম দুই অর্থবছরে ধাপে ধাপে মূল বেতন সমন্বয় করা হবে এবং তৃতীয় বছরে যুক্ত হবে বাড়তি ভাতা, আনুষঙ্গিক সুবিধা ও অন্যান্য আর্থিক সুযোগ-সুবিধা। জানা যায়, প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের পর অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হবে এবং এরপর নবম জাতীয় পে-স্কেল বাস্তবায়নের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হবে। পুনর্গঠিত কমিটি ইতোমধ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও আর্থিক সংশ্লিষ্ট সংস্থার মতামত পর্যালোচনা করেছে। সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী, আগামী জুলাই মাস থেকে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা নতুন নির্ধারিত মূল বেতনের অর্ধেক বা ৫০ শতাংশ পাবেন এবং পরবর্তী অর্থবছরে বাকি ৫০ শতাংশ কার্যকর করা হবে। আর এর পরের অর্থাৎ ২০২৮-২০২৯ অর্থবছরে নতুন কাঠামোর সঙ্গে আনুষঙ্গিক সব ভাতা ও বাড়তি আর্থিক সুবিধাগুলো যুক্ত হবে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২০.০৫.২০২৬ আসাদ)

দেশের ইতিহাসে বিদ্যুৎ উৎপাদনে নতুন রেকর্ড

দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে। বুধবার রাত ৯টায় সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদনের নতুন রেকর্ড হয়েছে ১৭ হাজার ২০০ মেগাওয়াট। রেকর্ড উৎপাদনের পরও রাত ৯টায় ৩৯২ মেগাওয়াট লোডশেডিং হয়। পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি সূত্রে এ তথ্য জানা যায়। এর আগে, দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদনের রেকর্ড ছিল ১৬ হাজার ৭৯৪ মেগাওয়াট, যা ২০২৫ সালের ২৩ জুলাই অর্জিত হয়েছিল। বিদ্যুৎ খাত সংশ্লিষ্টরা বলছেন, "সন্ধ্যার পর থেকে দেশের বিদ্যুৎ ব্যবহারে সর্বোচ্চ চাপ তৈরি হয়। বিশেষ করে গরমের মৌসুমে আবাসিক খাতে শীতলীকরণ যন্ত্রের ব্যবহার বেড়ে যাওয়ায় পিক লোড বৃদ্ধি পায়।" সূত্র জানিয়েছে, "১৭ হাজার ২০০ মেগাওয়াটের মধ্যে পাঁচ হাজার ১৮৬ মেগাওয়াট গ্যাস থেকে, তিন হাজার ৮২৬ মেগাওয়াট জ্বালানি তেল থেকে, ছয় হাজার ৮১ মোগাওয়াট কয়লা থেকে, জলবিদ্যুৎ ১০৭ মেগাওয়াট, বায়ু বিদ্যুৎ তিন মেগাওয়াট, ভারত থেকে আমদানি ৯৪৯ মেগাওয়াট এবং আদানি থেকে এসেছে এক হাজার ৪৪৮ মেগাওয়াট।" রাত ৯টায় বিদ্যুতের চাহিদা ছিল ১৬ হাজার ৮৯৭ মেগাওয়াট। ১৭ হাজার ২০০ মেগাওয়াট উৎপাদিত হলেও সরবরাহ করা হয় ১৬ হাজার ৫০৫ মেগাওয়াট। বাকি বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ জনিত লোকসান হিসেবে খরচ হয়। তাই রেকর্ড উৎপাদনেও ৩৯২ মেগাওয়াট লোডশেডিং হয়।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২০.০৫.২০২৬ আসাদ)

করব্যবস্থা আরও সহজ হবে, কমবে অযৌক্তিক করের চাপ : এনবিআর চেয়ারম্যান

আগামী জাতীয় বাজেটে ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ তৈরিতে করব্যবস্থা আরও সহজ করা এবং অযৌক্তিক করের চাপ কমানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআর-এর চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খান। বুধবার রাজধানীর একটি হোটেলে 'ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড রিপোর্টিং (এফএআর) সামিট-২০২৬'-এর এক ব্যবসায়িক অধিবেশনে সভাপতির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। 'ইমপ্রুভিং ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট কোয়ালিটি : রোল অব সিএফওস, অ্যাকাউন্ট্যান্টস, ম্যানেজমেন্টস অ্যান্ড ওভারসাইট বডিজ' শীর্ষক এ অধিবেশনে আর্থিক প্রতিবেদনের মানোন্নয়ন নিয়ে আলোচনা হয়। ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল এ সম্মেলনের আয়োজন করে। সহযোগিতায় ছিল ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ ও ইনস্টিটিউট অব কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ। এনবিআর চেয়ারম্যান বলেন, "সরকার করব্যবস্থা সহজ ও যৌক্তিক করনীতি প্রণয়নের মাধ্যমে দেশের ব্যবসা পরিবেশ উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তবে এ লক্ষ্য অর্জনে কর পরিপালন বাড়ানোর পাশাপাশি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোর সত্যনিষ্ঠ আর্থিক প্রতিবেদন নিশ্চিত করা জরুরি।" করব্যবস্থার বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ তুলে ধরে তিনি বলেন, করপোরেট করহার প্রায় ৫০ শতাংশ থেকে কমে ২০ শতাংশের আশপাশে এলেও অনেক ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান এখনো কার্যকর করের চাপ বেশি বলে অভিযোগ করছে।"
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২০.০৫.২০২৬ আসাদ)

নিখোঁজ হওয়া আড়াই বছরের শিশু হাসিবকে উদ্ধার করল পুলিশ

রাজধানীর লালবাগ এলাকা থেকে নিখোঁজ হওয়া আড়াই বছরের শিশু রাব্বি ইসলাম হাসিবকে উদ্ধার করেছে লালবাগ থানা পুলিশ। বুধবার তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা পুলিশের সহায়তায় বেগুনবাড়ি এলাকা থেকে তাকে সুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের মিডিয়া ও পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গত শুক্রবার লালবাগ থানার শেখ সাহেব বাজার রোডের বাসিন্দা শিউলি আক্তার ও তার পরিবারের সদস্যরা

ঘুমাচ্ছিলেন। বেলা ২টা ১৫ মিনিটে ঘুম থেকে উঠে দেখেন, শিউলি আক্তার তার আড়াই বছর বয়সি শিশু সন্তান রাব্বি ইসলাম হাসিবকে ঘরে নেই। পুত্রবধূ ও স্বামীসহ সম্ভাব্য সকল জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও সন্তানের কোনো সন্ধান না পেয়ে ওইদিনই তিনি লালবাগ থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেন। জিডি হওয়ার পরপরই শিশুটিকে উদ্ধারে তৎপরতা শুরু করে লালবাগ থানা পুলিশের একটি টিম। ঘটনাস্থল ও আশেপাশের এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ, তথ্য-প্রযুক্তি এবং স্থানীয় সোর্সের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে নিখোঁজের উৎস ও অবস্থান শনাক্ত করতে সক্ষম হয় পুলিশ। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২০.০৫.২০২৬ আসাদ)

স্নাতক ডিগ্রি ছাড়া মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির সভাপতি হওয়া যাবে না

দেশের বেসরকারি মাদ্রাসাগুলোর পরিচালনা ব্যবস্থায় শিক্ষিত ও যোগ্য নেতৃত্ব নিশ্চিত করতে নতুন নির্দেশনা জারি করেছে সরকার। এখন থেকে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি ছাড়া কোনো ব্যক্তি দাখিল, আলিম ও ফাজিল পর্যায়ের বেসরকারি মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি হতে পারবেন না। এ বিষয়ে ১৭ মে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মিয়া মো. নুরুল হক স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, মাদ্রাসা শিক্ষার মানোন্নয়ন, প্রশাসনিক জবাবদিহিতা বৃদ্ধি এবং আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পরিচালনা কাঠামো শক্তিশালী করতেই এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নতুন এই নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে এবং ভবিষ্যতে মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটি গঠন বা পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে এটি বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ করতে হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা নিশ্চিতেই নতুন সিদ্ধান্ত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, মাদ্রাসার সভাপতি পদে মনোনয়ন বা নির্বাচনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে কমপক্ষে স্নাতক বা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ দাখিল করতে হবে। পাশাপাশি তার বিরুদ্ধে কোনো গুরুতর ফৌজদারি মামলা বা দুর্নীতির অভিযোগ থাকলে তিনি অযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন মাদ্রাসায় অযোগ্য কিংবা অশিক্ষিত ব্যক্তিরা পরিচালনা কমিটির শীর্ষ পদে থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক কার্যক্রমে অদক্ষতা তৈরি করছিলেন। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষক নিয়োগ, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষার পরিবেশ নিয়েও অভিযোগ উঠছিল। এসব সমস্যা নিরসনে সরকার এ উদ্যোগ নিয়েছে।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২০.০৫.২০২৬ আসাদ)

বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দিতে ২৭ কি.মি. জমি হস্তান্তর

বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের আন্তর্জাতিক সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের জন্য প্রথম দফায় ২৭ কিলোমিটার জমি সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের কাছে হস্তান্তর করেছে পশ্চিমবঙ্গের নতুন বিজেপি সরকার। বুধবার বিকেলে রাজ্য সচিবালয় নবান্নে বিএসএফের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আনুষ্ঠানিকভাবে এই জমি হস্তান্তর করেন। এর মধ্যদিয়ে প্রথম মন্ত্রিসভা বৈঠকের মাত্র ১০ দিনের মাথায় জমি প্রদানের প্রক্রিয়া শুরু করল নতুন রাজ্য সরকার। সীমান্তের নিরাপত্তা জোরদার করার লক্ষ্যে দুই ধরনের জমি হস্তান্তর করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে- পশ্চিমবঙ্গের ৯টি জেলায় ছড়িয়ে থাকা মোট ৩২ একর সরকারি খাস জমি এবং ৫টি জেলায় স্থানীয় মালিকদের কাছ থেকে কেনা ৪৩ একর ব্যক্তিগত জমি। এই ২৭ কিলোমিটার সরকারি ও ব্যক্তিগত জমির সম্পূর্ণ অধিগ্রহণ ব্যয় বহন করবে ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রায় ৪ হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্তের মধ্যে কেবল পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গেই রয়েছে সর্বোচ্চ ২ হাজার ২০০ কিলোমিটার। এর মধ্যে প্রায় ৬০০ কিলোমিটার এলাকায় এখনো কোনো কাঁটাতারের বেড়া নেই। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার ১১ দিনের মাথায় এই পদক্ষেপ নিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার ব্যাপারে আগের সরকারের চরম অনীহা ছিল। প্রায় ৬০০ কিলোমিটারের মধ্যে অন্তত ৫৫৫ কিলোমিটার বেড়ার জন্য জমি চাইলে আগের সরকার তা দিতে পারত, কিন্তু তারা দেয়নি।" (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২০.০৫.২০২৬ আসাদ)

BBC

XI BASKS IN SPOTLIGHT AS HE HOSTS PUTIN DAYS AFTER TRUMP

Cheering children - check. Military honour guard - check. Cannon fire and marching band - check. Vladimir Putin's welcome outside the Great Hall of the People was a near mirror image of the reception for Donald Trump last week. Two high-stakes presidential visits, just days apart, is exactly the image Xi Jinping wants to project to the world: talking to everyone, tied to no-one. For China, these visits are proof that because of its massive economy and new-found diplomatic clout all roads now lead to Beijing. The optics were strikingly similar - Xi confident in the spotlight as he played host. But the politics driving the two visits were very different. (BBC News Web Page: 20/05/26, FARUK)

PUTIN TO ATTEND APEC SUMMIT IN CHINA IN NOVEMBER

In November, China will host the Apec summit in the southern city of Shenzhen. The annual Asia Pacific Economic Co-operation Summit (Apec) is typically attended by leaders of Russia, China and sometimes the US. Putin earlier confirmed his intention to participate in the Apec summit, during his meeting with Xi, according to Russian state media outlet Tass.

Meanwhile, the US has said it would send a delegation to the summit - without confirming if Trump would be part of the trip. (BBC News Web Page: 20/05/26, FARUK)

CHINA EXTENDS VISA-FREE POLICY FOR RUSSIANS

China has extended its visa-free policy for Russians until the end of 2027, according to the Chinese foreign ministry. Russian nationals can now enter China without a visa for up to 30 days, a foreign ministry spokesperson told reporters. The policy, which began as a one-year trial last September, was set to expire this September.
(BBC News Web Page: 20/05/26, FARUK)

XI AND PUTIN DENOUNCE US GOLDEN DOME AND SPACE WEAPONS

China and Russia have also used their joint statement to denounce the US planned Golden Dome project and the prospect of launching weapons into space. The Golden Dome - modelled on Israel's famous Iron Dome, and initially named the Iron Dome of America - is a planned multi-layer missile defence system that would detect and destroy enemy ballistic, hypersonic, and cruise missiles. Unlike Israel's Iron Dome, however, the Golden Dome would encompass the whole of Earth via a constellation of several thousand orbiting satellites. Such technology, the joint statement says, "poses a clear threat to strategic stability". (BBC News Web Page: 20/05/26, FARUK)

MORE DIE OF SUSPECTED EBOLA AS WHO WARNS THAT NUMBERS WILL RISE FURTHER

The World Health Organization (WHO) says there have now been 600 suspected cases of Ebola and 139 suspected deaths, with numbers expected to rise further given the time taken to detect the virus. Fifty-one cases have now been confirmed in the Democratic Republic of Congo - where the first case was reported - and two in neighbouring Uganda, WHO chief Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus said on Wednesday. Speaking to journalists in Geneva, he said the outbreak of the Bundibugyo species of Ebola was likely to have started "a couple of months ago". On Sunday, the WHO declared a public health emergency of international concern, but said it was not at pandemic level. (BBC News Web Page: 20/05/26, FARUK)

LITHUANIA'S LEADERS TAKE SHELTER DURING DRONE AIR ALERT

Lithuania's president and prime minister were forced to take shelter on Tuesday, when a drone alert caused the capital Vilnius to come to a standstill. President Gitanas Nauseda and Prime Minister Inga Ruginiene were taken to emergency shelters following the air alert, which ordered the city's population to take cover. Flights were suspended and road and rail travel briefly ground to a halt. The alert has since been lifted. It is not yet clear who was behind the incursion. It came a day after Estonia said Nato shot down a drone over its territory, which it suspected was a Ukrainian projectile knocked off course by Russian electronic interference. (BBC News Web Page: 20/05/26, FARUK)

LEBANON SAYS 21 KILLED, INCLUDING CHILDREN, IN ISRAELI AIR STRIKES

Israeli air strikes killed at least 21 people in southern Lebanon on Tuesday, according to the country's health ministry and media. Twelve of them, including three children and three women, were killed in a single attack that hit a house in the town of Deir Qanoun al-Nahr, the state-run National News Agency reported. The Israeli military has not commented, but previously said it was targeting the Iran-backed, Shia Islamist armed group Hezbollah. One Israeli soldier was killed on Tuesday as Hezbollah attacked forces occupying parts of southern Lebanon. It comes less than a week after the US said Lebanon and Israel had agreed to extend a ceasefire by 45 days, with talks set to resume next month.
(BBC News Web Page: 20/05/26, FARUK)

DEPUTY BRITISH AMBASSADOR TO US ABRUPTLY LEAVES POST

James Roscoe, the deputy to Britain's ambassador in Washington, has abruptly left his role. Foreign Office officials declined to give any explanation for why Roscoe had, as they put it, "left his post". Until his sudden departure, Roscoe held one of the most senior, high-profile roles in the British diplomatic service, as second-in-command at the British Embassy in Washington. He had also stood in for Lord Peter Mandelson for several months after he was sacked last year. Roscoe was one of those tipped to take over the role, which ultimately went to another official, Sir Christian Turner. The British Embassy declined to comment further about his departure. (BBC News Web Page: 20/05/26, FARUK)

ESTONIA SAYS NATO JET SHOT DOWN DRONE OVER ITS TERRITORY

Estonia has said a NATO fighter jet shot down a drone, which it suspects was a Ukrainian projectile knocked off course by Russian electronic jamming, over its territory. Defence Minister Hanno Pevkur said a Romanian F-16 fired a missile and drone debris fell in a marshy area in central Estonia on Tuesday. No damage was reported. Ukraine reacted by accusing Russia of deliberately redirecting Ukrainian drones launched at "legitimate military targets" in Russia, apologizing to "Estonia and all of our Baltic friends for such unintended incidents". Russia has not commented on the latest in a series of recent drone incursions over Nato members Estonia, Latvia and Lithuania.
(BBC News Web Page: 20/05/26, FARUK)

UK EASES SANCTIONS ON RUSSIAN OIL IMPORTS AS FUEL PRICES SOAR

The United Kingdom government said it had eased sanctions on imports of Russian jet fuel and diesel refined in third countries, amid soaring fuel prices caused by the Iran war and prolonged closure of the Strait of Hormuz. The trade licence that came into effect on Wednesday is of "indefinite duration", according to the UK's Department for Business and Trade, and will be periodically reviewed. It will allow the UK to import Russian crude oil refined in third countries, such as India and Turkey. The government also issued a temporary licence loosening sanctions on liquefied natural gas originating from certain Russian plants. (BBC News Web Page: 20/05/26, FARUK)

:: THE END ::